ওঁ

নমো ভগবতে বাসুদেবায়

# হরিসঙ্গিত ও হরিসংকীর্ত্তন।

প্রথম খণ্ড।

"তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলী লব্ধয়ে।
কর্ণক্রোড়কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণার্ব্বুদেভ্যঃ স্পৃহা।
চেতঃপ্রাঙ্গনসঙ্গিনী বিজয়তে সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতিং।
ন জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী॥"


ভূতপূর্ব্ব-সোমপ্রকাশ-লেখক বারুইপুর
মুনসবী আদালতের উকিল,
শ্রীরামলাল চক্রবর্ত্তী—বিরচিত।

রাজপুর

জেলা ২৪ পরগণা সোনারপুর পোষ্ট,



সন ১৩০৩ সাল।

কলিকাতা।

৯৯ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, আঢ্য প্রেস,
শ্রীদেবেন্দ্র নাথ আঢ্য দ্বারা মুদ্রিত।

আমার পরমরাধ্যা পরলোকবাসিনী স্নেহময়ী জননী

সৌদামিনী দেবীর স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ

এই ক্ষুদ্র গীতিকা

আমার পরম পূজনীয় পিতৃদেব শ্রীযুক্ত হরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর শ্রীচরন

কমলে ভক্তিবিনম্রহৃদয়ে অর্পণ করিয়া পূজা করিলাম।

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ

# সূচনা।

এই সঙ্গীতগুলি প্রথমে রাজপুরের ভগবদ্ভক্তি-প্রদায়িনী সভার জন্য রচিত হয়। গায়কগণ কয়েকটী সঙ্গীত গান করিয়া আমাকে উৎসাহ দেন, সেই জন্যই এতগুলি গান বঁধিতে সাহস করিয়াছি। আমি নিজে গায়ক নহি। সুর, তান, লয়ে আমার অধিকার নাই। সে পক্ষে যে সকল দোষ তাহার দায়িত্বসভার গায়কগনের। ভাব-দোষ, কাব্যদোষে, আর সকল দোষ আমার। মুদ্রাঙ্কন কার্য্যের অনবধানতাপ্রযুক্ত অনেক গুলি বর্ণাশুদ্ধিদোষও থাকিয়া গিয়াছে। তাহারও দায়ী আমি। পাঠক ও গায়কগণ এতদোষ মার্জ্জনা করিবেন কি?

গীতগুলি প্রকাশ করিলাম এতদ্দেশের হরিসভায় গাওনা করিবার জন্য। যদি ইহাতে এক জনেরও ভক্তির উদ্রেক হয় আমি তাহার ভাগ পাইয়া কৃতার্থ হইব ইতি।

রাজপুর
সন ১৩০৩ সাল,
বৈশাখ।

ভক্তিহীন
শ্রীরাম লাল চক্রবর্ত্তী।

# হরিসঙ্গীত ও হরিসংকীর্ত্তন।

রাগিণী ইমনকল্যান-তাল—আড়াঠেকা। ১

ভুলেছ কি তাঁরে, যোগীজনে মোহিত যে মোহন রূপ হেরে।
চিদানন্দঘনশ্যাম, পূর্ণব্রহ্ম প্রাণারাম,
প্রেমশান্তিধাম দীনহীনে দয়া করে।

রাগিণী জয়জয়ন্তী তাল—ঝাঁপতাল। ২

(লও লওহে অধীনের উপহার ঐ ব)

দাও দাওহে কাঙ্গালে দরশন;
ওহে বৃন্দাবনশ্যাম, বৃন্দাবনশ্যাম, শ্যামহে।
দয়া হবে কি হরি আসিছে ভক্তিবিহীন, নীরস কঠিনহৃদয়।
তুমিহে ঠাকুর, দয়ার সাগর, ভরসা করি তাই।
এস এসহে হৃদয় মাঝারে, অমিয় ছড়ায়ে।

রাগিণী যোগিয়া তাল—একতালা। ৩

ভ্রান্তমন ভবে আছ কেন ভবনাথে ভুলিয়ে;
কি কর বিধান, দিবা অবসান, আয়ুরবি পড়ে ঢলিয়ে;
ঘিরি ঘিরি ঘিরি আঁধার ধায়, ঘোর তিমির ঘনে ঘনায়
পাপের সেবায়, আর কেন হায়, বৃথা দিন যায় চলিয়ে।

## বাগেশ্রী তাল—আড়্‌ঠেকা।

মনে কি প'ড়েছে হরি, আমি দীন হীন ব'লে ;
অনুগত জনে দয়া হ'ল কিহে এত কালে।
একবার হ'য়ে অধিষ্ঠান, অধীনের বাড়ালে মান,
গরবে জ্ঞান হারাইনু অমনি পলালে ফেলে।
বড় গরব ভেঙ্গে গেল, বড় মা'নে পতন হ'ল,
বিরহে প্রাণ আকুল, ভাসি নয়নের জলে।
এলে যদি কেলেসোনা, পায়ে ধরি আর যেওনা,
আর আমি ক'র্‌বনা গরব পড়ে রব চরণতলে।

---

## গৌরী—আড়াঠেকা। ৫

বেলা গেল দেখ চেয়ে, ওরে মন ভ্রান্ত ;
চলিতে চলিতে পথে, হ'য়েছ যে শ্রান্ত।
গৃহছেড়ে ঘুরে ঘুরে, আসিয়া পড়েছ দূরে,
পথভ্রমে পথশ্রমে কাতর নিতান্ত।
বাড়িল ক্ষুধা পিপাসা, সমাগত মোহনিশা,
নিশাচরে ফিরে সদা, হয়েছে অশান্ত।
গৃহের পথ ভুলে গেছ, রক্ষাকবজ হারায়েছ,
বাঁচিবার পথ কি ভাবিছ, হ'ল জীবনান্ত।
রামলালে কয় ও আমার মন, বলি শুন হিত বচন,
হরিনাম বিপদবারণ কররে একান্ত।

## বারোঁয়া—ঠুংরি। ৬

স দেখি কাঙ্গালশরণ; জ্ঞানহীনে ভক্তিহীনে,
দীনে, দাও হে দরশন।
ভক্ত ডাকে ভক্তিভরে, পাপী ডাকে হেলা ক'রে;
ডাক্‌লে যেমন তেমন ক'রে, জীবের হয় নাকি মোচন।
ডাকিতে জানিনা হরি, এস তুমি কৃপা করি;
কি ব'লে কি ভাবে ডাকি, (ব'লে) দাও হে নামসাধন।
মন্ত্র জপে দাও মতি, নামগানে দাও রতি,
ওহে নামরূপী হরি, কলিকলুষনাশন।
বেদে বলে পরাৎপর, বাক্যমনের অগোচর
জীব তরাতে কলিযুগে, ব্যর্থ ক'রেছ, বেদবচন।

---

## সুরট মল্লার—একতালা। ৭

প্রাণ দিয়েছ কি প্রাণ-চোরে।
সে যে ব্রজের ননিচোরা, মুনির মনহরা, প্রাণ নিয়ে দেয়না ফিরে।
বসন চুরি ক'রে বলে কেমন রীতি,
প্রাণে সরম রেখে আধাপ্রাণ পিরীতি,
কারে বসন দিয়ে, লজ্জা নিবারিয়ে, বাঁচায় কুরুশত্রুকরে।
মুনির মন ভুলায়ে করে উদাসীন, যোগে যোগীজনে চৈতন্যবিহীন,
সংসারী সুজনে, মজায় ধনেপ্রাণে, বিষয়ে বৈরাগী করে;
কারে পাগল ক'রে হাসায় কাঁদায়, নয়নের নীরে কারেবা ভাসায়
দেখা দিয়ে তায়, অমনি লুকায়, বিরহে আকুল করে।
গৃহবাসী জনে ক'রে দেয় সন্ন্যাসী, প্রেম আস্বাদনে পরাণ উদাসী,
হেরে কালোশশি, সেরূপের রাশি, কেঁদে বেড়ায় দিশি দিশি,

কারে দিয়ে কোল, বলে হরিবোল,
হিয়ামাঝে বাধায় বিষম গণ্ডগোল,
হ'য়ে অন্তর্দ্ধান টানে তার প্রাণ (যেন) নিশিডাকে নিশিঘোরে

---

## ললিত-ভৈরব—একতালা। ৮

আর কি ল'য়ে বল ভাই রহিব এ সংসারে।
সাধের সাথী, ব্যথার ব্যথী, আমার প্রাণের হরি ছেড়ে।
বিপদকালে বন্ধু ব'লে, ডাক্‌লে এসে ল'য়ে কোলে,
ব্যাকুল হলে নয়নজলে, মুছায় সে যতন ক'রে ;
কে আর এমন, মনের মতন, হৃদয়সখা বলি কারে।
হতাশ চিতে আশা দিয়ে, পাপহৃদে শান্তি ল'য়ে,
মনের কথা বল্‌'তে গিয়ে, মনের মন্ কে ভুলাবে ;
মধুর হাসে, মধুর ভাষে, মধু ছড়াবে অন্তরে।
রতনকাঞ্চনসুখে, পুত্র কলত্রের মুখে,
এতরস ত মিলেনা ভাই, বিরস বিষয়রসে ;
রসিক নাগর, রসের সাগর, ( তায় ) সব রস একাধারে।

---

## বেহাগ—একতালা। ৯

বঁধু ঐ যে এল।
শ্রীঅঙ্গ সুবাসে বাসিত পবন, ঘন বেণুরবে গগন ভরিল।
ঘুমন্ত নিশিথে জাগিল ভুবন, জীবকোলাহলে পূর্ণ বৃন্দাবন,
অকালে উদিল তরুণ তপন, মোহ অন্ধকার যেনরে ঘুচিল।

স্বপনে হেরিলাম একি চমৎকার, শ্যামরূপে যেন জগতসংসার,
ধরিত্রিমণ্ডলে, সবিত্রিমণ্ডলে, সবে যেন একাকার;
কোটী সূর্য্যচন্দ্র, কোটী গ্রহতারা, জীবজন্তুভরা, যেন বসুন্ধরা,
কোটী স্বর্গধাম, সুরাসুরগ্রাম, বিশ্বরূপে যেন বিশ্ব বিরাজিল।
স্বপন ভাঙ্গিয়া হেরি জাগরণে, অসম্ভব সব অঘটন ঘটনে,
কি হয় স্বরূপ, কি হয় স্বপন, ভাবিগো তাই মনে;
ওরে বিশ্ববাসি! এ ত নয় সে ধরা,
শোকে তাপে পূর্ণ জরা মৃত্যু ভরা;
এযে শান্তিপুরি শান্তিরূপী হরি, হৃদিবৃন্দাবনে উদয় হইল।

---

## সিন্ধুকাফি—যৎ। ১০

মনত মানা মানেনা। (মনোময় হে)
কি যে বিষয় চিনেছে মন বিষয় বই আর জানেনা।
নেশাখোরের নেশার মতন, রাজি হয় বুঝাই যখন্
বিষয় মদের সঙ্গী পেলে, আর ত কথা শুনে না।
বিষয় মদিরাপানে, আরো ক্ষুধা বাড়ে প্রাণে,
যত খাই বিষয়মদে তৃষা ত আর ঘুচেনা।
বিষয়মদে মন পাগল পারা, জ্ঞানহারা লজ্জাহারা,
শান্তিহারা নিরাধারা সারাদিন আর কাটেনা।
ঋণ ক'রে এ ভবে এলাম, পরমার্থে বিকাইলাম,
ঋণ ক'রে মদ খেলাম, (এবার) পরিশোধিত হ'লনা।
নেশাখোর হয়েছি বড়, হরি, নেশাদিয়ে নেশা হর,
প্রেমমদে মাতাও হরি, (যেন) অন্য মদে মন মাতেনা।

---

## বিভাষ—ঝাঁপতাল। ১১

তোমার কোন পদে কি গুণ ধরে, কোন্ পদে কি গুণ হরে
কোন চরণে যোগীজনে ধ্যান করে হৃদয়ে ধ'রে।
কোন পদে ব্রজেরি পথে, বেড়াতে গোপিনী সাথে,
কোন পদে কমলাসনে কমলা সেবা করে—
কোন পদে ধ্বজবজ্ররেখা, কোন পদে অঙ্কুশলেখা
কোন্ পদ অর্জ্জুনসখা, পাণ্ডবে দিলে কৃপা ক'রে।
কোন পদে সাযুজ্য মিলে, কোন পদে সালোক্য দিলে
কোন্ চরণে অজামিলে তারিলে কৃপা ক'রে,—
কোন পদে সত্ত্বরজতম, কোন্ পদে মায়ারি ভ্রম,
কোন পদে বা চিদানন্দ শিবশান্তি সুধা ঝরে।
কোন পদে পরম পদ, কোন পদে পরমাপদ
সম্পদ অভয়পদ ( ওতা ) ব্রহ্মপদ তুচ্ছ করে,—
কোন পদে বা বেদমাতা কোন পদে ঋষিদেবতা
কোন পদে বা চন্দ্র সূর্য্য কালধর্ম্ম খেলাকরে।
কোন পদে ত্রিপাদভূমি, বলিরে ছলিলে তুমি
কোন পদে দাঁড়ালে হ্রদে কালীয় শিরেঃ-
কোন পদ তরণি'পরে, পার কর ভবপারে
কোন পদে কাষ্ঠের তরি স্বর্ণ হ'য়ে বয় নীরে।
কোন পদে মা সুরধনি, পতিতজনপাবনী
অঙ্গে মাখি পদরজ রঙ্গে বিহরে,—
কোন্ পদে কি কর হরি! কেতা জানেছে গিরিধারি!
চরণ দাও চরণে ধরি, পাপী জনে দয়া ক'রে।

---

## ভৈরব—একতালা। ১২

অরুণ হেরিয়ে করুণহৃদয়ে করজোড়ে কবি ডাকিল ;
নিশিথে ঘুমায়ে, নাথে হারায়ে, কাতর প্রাণ কাঁদিল।
বলে ঐ উঠে তরুণ তপন, তমোরাশি নাশি প্রকাশি ভুবন,
হৃদয়গগণ আঁধারে মগন শ্যাম রবি কৈ উদিল ?
মধুর বহিছে মৃদু সমীরণ, কুসুমসুবাস করিয়ে হরণ,
প্রেমগন্ধ লয়ে, কৃপাগন্ধবহ, প্রাণ মাঝে কৈ উদিল।
রাখিয়ে যতনে হৃদয় রতন, ঘুমায়ে পড়িলাম হ'য়ে অচেতন,
কেরে বাদ সাধি, হৃদয়ের নিধি, কৃষ্ণধনে আমার হরিল।
কৃষ্ণহারা হয়ে বাঁচিবেনা প্রাণ, কৃষ্ণ বিনে দিন রজনী সমান,
চাহিনা প্রভাতি, এস কালরাতি, কৃষ্ণ যদি আমায় ছাড়িল।
কহ সূর্য্যদেব ! তোমারি মণ্ডলে,
নারী বেশে কেহ আছে কি লুকায়ে,
রেখে যদি থাক দাও হে ফিরায়ে সে যে মন প্রাণ হরিল।

---

## ভৈরোঁ—একতালা। ১৩

কে রে কালোরূপে আলো ক'রে আকুল করিল মন ;
কেরে মরম-মাঝে বসি, ধরম ধৈর্য্য নাশি, বাঁশিগানে ভুলাইল প্রাণ।
ছিল লৌহময় দেহ, হইল কাঞ্চন, পরশে পরশরতন ;
ছিল পাষাণসম হৃদি ভাঙ্গিয়া হইল নদী,
বহাইল প্রেমেরি উজান।
ছিল অন্তর—মরু'পরে, প্রচণ্ড রবিকরে মরীচিকা ভ্রম ভীষণ ;
হ'ল শস্য শ্যামল তায়, তড়াগ, তটিনী ধায়, হংস মরাল করে ভ্রমণ।

অরণ্য ছিল যথা, পুষ্পিত তরুলতা, মধুকরে মধুকরে পান ;
সেথা, কোকীল করে গান, মধুমাখা হরিনাম
অবিরাম করে উচ্চারণ।
নয়নে বঙ্কিম শ্যাম, কর্ণে শুনি হরিনাম, নামের অমিয় করি পান-
ওরে যত খাই তত যাচি, হরিবোল ব'লে নাচি,
সুধাপানে পাগল পরাণ।
হরিবোল হরিবোল ব'লে তুলি উতরোল,
বাল বৃদ্ধ মিলে একতান,
ওরে, আত্মজ্ঞান হারা হ'য়ে পদতলে লুটাইয়ে
সবে নাম করি বিতরন।

---

## আলেয়া—একতালা। ১৪

(তারা দিলেনা দিলেনা দিন সুর)

হরি হবে কি হেন সুদিন।
হরি হরি ব'লে যাবে নিশিদিন ;
শুনে হরিনাম, সিহরিবে প্রাণ, নামগানে হব চেতনাবিহীন।
কভুবা গোপনে, ব'সে তোমা-সনে,
মনের কথা দুটো ব'লব মনে মনে.
কভু আলিঙ্গনে চরণচুম্বনে, প্রেমে অঙ্গ হবে অবশ অধীন।
কভু অদর্শনে হইব অধীর, বয়ানে বহিবে নয়নের নীর,
শ্রীকৃষ্ণবিরহে হইব অস্থির, 'কোথা কৃষ্ণ' ব'লে হব উদাসীন।
হরিনামাবলি সর্ব্বাঙ্গে লিখিব, ব্যাকুল হ'য়ে দেশে দেশে ফিরিব
যারে পাব তারে ধ'রে সুধাইব,
বল, কোথায় আমার হরি ভক্তাধীন।

বৃক্ষে পত্রে কভু হবে হরিজ্ঞান,
জীবে জড়ে দে'খব হরি বিরাজমান,
গুনো দেখে ক'রব আলিঙ্গন দান, বলব কৃষ্ণ!
তুমি এতই কি কঠিন।
কভু ভূমে আঁকি শ্যামের চরণ, গড়াগড়ি দিব হ'য়ে অকিঞ্চন,
সর্ব্বত্র আমার হবে বৃন্দাবন, ব্রজের ধূলি মাখি হব দীনহীন।
যমুনাসলিল, হবে অশ্রুজল, তাহে অনুরাগভাবে ঢল ঢল
প্রাণ-উপকূলে হেরিয়া যুগল, ধন্য হবে হৃদি—যমুনাপুলিন।
জয় জয় রাধেকৃষ্ণ! বলি মন, ভাবের সাগরে দিব বিসর্জ্জন;
আমি কে তখন, হরি কে তখন, হরি হ'য়ে হরি ব'লব চিরদিন।

---

## জঙ্গলা—ঢিমে তেতালা ১৫
(কানুর বিরহে সদা—সুর)

দারুণ পাপের দাহে দহিতেছে প্রাণ,
হে হরি কৃপাবারি কর বরিষণ।
বিষয় বাসনা, (আমার) কিছুতেই মিটিলনা,
উপায় কি হবে হরি, আমি অভাজন।
আমার, রিপু ছয় জনা, (তারা) কিছুতেই শুনেনা মানা
ভয়ে মরি এস হরি ভবভয়ভঞ্জন।

## রামকেলী—ঢিমে তেতালা। ১৬

একবার বল দেখি সুধাই তোমায় দয়াময়।
থাকিতে কাণ্ডারী, তুমি দয়াল হরি,
অকূলে পড়িয়ে কেন হাবুডুবু খেতে হয়।
তুমি নিত্য সত্য দেব হরি নিরঞ্জন,
তোমাতে জীবন ধরে নিখিল ভুবন ;
তবে পাপপুণ্যভেদ কিসেরি কারণ,
হাসে কাঁদে কেন জীবে, কেন সুখে দুঃখে রয়।
কেহ বলে মায়া মূলে, কেহ কর্ম্মফল,
যুক্তিবলে যে যা বলে শুনে যাই সকল,
মায়া তুমি, কর্ম্ম তুমি, ব্যাপ্ত ভূমণ্ডল,
তোমা-ছাড়া ত্রিভুবনে কিছু ত সম্ভব নয়।
জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি, ভরা এসংসার,
শোকে তাপে সদা জীবে, করে হাহাকার,
একি খেলা হরি তোমার, বুঝে সাধ্য কার,
দুখ দিয়ে দুখহারি! কি কার্য্য সাধন হয়।

---

## সিন্ধু—একতালা। ১৭

ওরে ভাই বন্ধুগণ! আত্মীয় স্বজন! তোমা সবে আমার
এই নিবেদন।
যেন অন্তিমের দিনে, স্বজনক্রন্দনে, মোহ-মাঝে আমার
যায় না জীবন।
দিন দেখে যবে বুঝিবে সে দিন,

হরিধ্বনি দিয়ে হবে সম্মুখীন ;
মৃদঙ্গ বাজায়ে আনন্দে নাচিয়ে
প্রেম ভরে ক'রবে হরিসঙ্কীর্ত্তণ।
কটিদেশে আমার গৈরিক পরাবে
উত্তরীয় ক'রি নামাবলি দিবে ;
রাধাকৃষ্ণনাম ললাটে লিখিবে ;
( ক'রে ) তুলসির মালা কণ্ঠের ভূষণ।
তুলসির দামে করি আস্তরণ,
তাহাতে করিবে চন্দন লেপন ;
কদম্বকুসুমে করি উপাধান,
( আমার ) মহাশয্যা র'চি করাবে শয়ন।
তবে, ভক্ত সবে মিলে একবার,
পদধূলি দিও মস্তকে আমার ;
আমি মহাপাপী হইব উদ্ধার,
সাধুস্পর্শে পাপ হইবে মোচন।
রাধাকৃষ্ণমূর্ত্তি সম্মুখে রাখিবে,
( আমার ) দুই করে তুলে শিরেতে ধরিবে ;
পুনঃ সঙ্কীর্ত্তণে হরিধ্বনি দিবে,
আমি হরি ব'লতে ব'লতে ত্যজিব জীবন।

---

## মুলতান—একতাল। ১৮

( কে নাম দিলে ত্রিগুণধারিণী—সুর )

চূড়া কে দিল বাঁধিয়ে শিরে।
কেরে ভাগ্যবান হেন সংসারে ;—

যে জন সহস্রশিরসে, বাঁধি ভক্তিপাশে, মোহন বেশে
  সাজায় তাঁরে।
সহস্রলোচনে নয়নে রাখিয়ে,
কে দিয়েছে তায় অঞ্জন মাখায়ে,
অলকা তিলক ভালেতে আঁকিয়ে সাজালে যতন ক'রে।
ওহে, মোহন করে বাঁশি কে দিল তোমায়,
যে বাঁশির স্বরে ভুবন ভুলায়,
পীন বক্ষস্থলে কে দিয়েছে হার। ভৃগুপদচিহ্ন লিখি :—
বনমালা গাঁথি কে দিল গলায়,
মদগন্ধে ভক্তভৃঙ্গ সদা ধায়,
পীতাম্বর দিবে নীলাম্বর কায়, কটিতে বাঁধিল কেরে।
বিরিঞ্চি মহেশ যে চরণ যুগে,
চরাচর বিশ্ব, যে চরণে জাগে,
অলক্তের রাগে, প্রেম-অনুরাগে, কে দিল তাহাতে মাখি :—
কেরে ত্রিভুবনে হেন ভাগ্যবান,
ভক্তিমূলে যার কেনা ভগবান,
গুরু! তুমি আমায় কর কৃপাদান, (আমি) ভক্তে ভজি যাব ত'রে।

---

## মুলতান—কাওয়ালি। ১৯

হরি! কিসেরি ভাবনা তার সংসারে।
যে জন সুখ, দুখ, কর্ম্মফল, সঁপেছে তোমারে।

কর্ম্মদোষে দুখ হয়, তাতে তার কি আছে ভয়,
স'ইতে হয় তোমারে সয়, (সে) ভোগের ধার না ধারে।
যদি বা সুকৃতিবলে, ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব ফলে,
ফেলে দেয় সে অবহেলে, তোমার ধন তোমারে।
তোমাতে সে করে বাস, নিত্যসুখে বারমাস,
হরিপ্রেমে হরিদাস হরিতে বিহরে।

---

## মুলতান—গৎ। ২০

আমি চাহিনা তোমারে ধরিবারে।
বামন হ'য়ে চাঁদে কেউ কি ধরিবারে পারে।
চাইনা হরি দরশন, মুক্তিতে নাই আকিঞ্চন,
থাকি যেন ভক্তজনচরণ সেবা ক'রে।
চাইনা হরি স্বর্গবাস, গোলোকে সালোক্য বাস,
তব দাস-অনুদাস-দাস কর মোরে।

---

## সিন্ধু—যৎ। ২১

সুধু মুখেরি কথাতে, তোমাতে আমাতে, হবে কি পরিচয়।
আমার যোলআনা প্রাণ, সংসারেতে টান মুখে বলি দয়াময়।
ভূমি ধান্য ধন, রমণী, কাঞ্চন,
যশোমান প্রাণ সুধুই চায়:—
কেবল হেলায় বলি হরি, আমি হে তোমারি!
লোকে যাতে সাধু কয়।

স্বার্থে ভরা মন, ভিন্ন পর আপন,
জীবন যেন কভু যাবার নয় :—
তোমায় ডাক্‌তে হয় তাই ডাকি, বিষয় ল'য়ে থাকি,
ফাকি দিলে আর কি দেখা হয়।

---

## রামপ্রসাদী—সুর। ২২

বল্‌গো আমার কি দোষ আছে।
শ্যামকলঙ্কিণী নাম র'টেছে।
অকলঙ্ক কৃষ্ণচাঁদে, হিয়ামাঝে যে ধ'রেছে;
ও তার পাপের কলঙ্ককালি জন্মের তরে ঘুচে গেছে।
কামনা কাল-ননদিনী দুয়ারে দাঁড়ায়ে আছে :—
ওরে ঘরে আমার মন টেকেনা শ্যামের বাঁশি ঐ বেজেছে।
প্রহরী ছজনা, তারা, ঘিরে আমায় ব'সে আছে :—
আমার কায়া কয়েদ ক'রে কি হয় মনত গেছে শ্যামের কাছে।
শ্যাম আমার ব্রহ্মাণ্ডের রাজা কি ধন লাগে শ্যামের কাছে :—
ও সে অপরূপে বিশ্বরূপে রূপের কি তুলনা আছে।
অপত্য দাম্পত্য আদি, কেবা কত প্রেম ক'রেছে :—
ও সে প্রেমের চিন্তামণি হরি বিশ্বপ্রেমে মন মজেছে।
কি সুখ সংসারের সুখে, দুখ তায় মাখান আছে :—
ওরে তুরীয় আনন্দ পায় সে কৃষ্ণে যার রতি হয়েছে।
চতুর্ব্বর্গ যে চরণে, সুরগণে সেবিতেছে :—
আমার জীবন যৌবন ধন সে চরণে বিকায়েছে।

---

### রামপ্রসাদী—সুর। ২৩

মাগো, আমি ক্ষুধায় মরি।
আমায় খেতে কিছু দে শঙ্করি!
বস্ত্রে বেঁধে ক্ষুধার অন্ন, এনেছিলাম সঙ্গে ক'রি,
ওমা ভবের পথে ঘুমিয়ে প'ড়ে সে অন্ন গিয়েছে চুরি।
দ্বারে দ্বারে ঘুরে ঘুরে মা, মুষ্টিভিক্ষা যদি করি;
দেখে শূন্য ঝুলি ভিক্ষা দেয়না (কেউ) অমঙ্গল আশঙ্কা ক'রি।
ঋণ ক'রেছি ধন ব'লে যা, ছজন মহাজনের ধ'রি;
ওসে ঝুটো ধনের মূল্য লয়ে, অন্ন বেচ্‌বে কোন্ ব্যাপারী।
চেয়ে দেখ্ মা! অন্নবিনে জীর্ণদেহে চল্‌তে নারি;
ওমা সতীনপো আর নইতো আমি, পেটে মেরে ক'রবে জারি,।
ছেলে মরে অন্নবিনে, অন্নদা মা রাজ্যেশ্বরী—
আমি বাবার কাছে ব'ল্লে হবে মায়ে পোয়ে কেলেঙ্কারী।

---

### ভৈরবী—একতালা। ২৪

(কালি হলি মা রাসবিহারী——সুর)

হরি হ'লে কি ব্রজবিহারী গোপাল বেশে নন্দালয়ে।
মীন কূর্ম্মাকারে, নানা অবতারে, যুগে যুগে কত লীলা খেলিয়ে।
ঘুমঘোরে ছিলে অনন্তশয়নে, কালসাগরে কারণবারি;
গেল নিদ্রাকাল, এল কার্য্যকাল, ভূভার হরিতে ভূতলে এলে।
আগে ছিলে তুমি প্রণব ওঁকার রূপরসহীন বিকারহারী;
শ্যামতনু ধরি, অপরূপ হবি, ভুলালে নাগরী যমুনাকূলে।
পরব্রহ্মভাবে পুরুষ প্রকৃতি রচনা মায়ার হরি! তোমারি;
আত্মা আর জীবে, রাধিকা মাধবে, মোহনে মধুরে, যুগলে মিলে।

সমষ্টি রূপেতে সাধকহৃদয়ে, ব্যষ্টিভাবে বৃন্দাবনে উতরি ;
হ'লে রাধাশ্যাম, ভক্তমনস্কাম ভক্তিযোগে হরি, পুরায়ে দিলে।
সাংখ্য পাতঞ্জলে যে যোগের আভাষ, যুগল রূপে তাব প্রকাশ হেরি;
পাপী হয় যোগী, প্রেম-অনুরাগী, হরি ব'লে যায় বৈকুণ্ঠে চ'লে।

---

গীতা—বিশ্বরূপদর্শন।

জয়জয়ন্তি—ঝাঁপতাল। ২৫

হেরি, তোমার একি রূপ ভীষণ ;
ভয়েতে আকুল চিত, তনু রোমাঞ্চিত,
কোটী সূর্য্যে যেন ভাতিল গগন।
বহুবক্ত্র বহুনেত্র বিশ্বরূপধারী,
অন্তহীন তেজোরাশি যে দিকে নেহারি ;
দীপ্তপরশুগদাচক্রধারী :—
প্রচণ্ড হুতাশভাসে ঝলসে নয়ন।
দেব সাধ্য রুদ্র বসু আদিত্য সকল,
গন্ধর্ব্ব অসুর সিদ্ধ ভয়েতে বিহ্বল ;
বলে রক্ষ! রক্ষ! দেব সনাতন!
বিস্ময়ে বিস্মিত বিশ্ব, স্তব্ধ ত্রিভুবন।
অনন্ত বাহুচরণ ব্যাপ্ত দিগন্তরে,
জলে স্থলে অন্তরীক্ষে বিশ্বচরাচরে ;
কাল-অনল মুখে চৌদিকে উগারে :—
গ্রাসে সৃষ্টি দৃষ্টিমাত্রে করাল বদন।
কহ দেব, কেবা তুমি উগ্ররূপধারি!

গ্রাসিছ স্বর্গে মর্ত্তে বদন বিস্তারি,
ত্রাসে কম্পিত সদা হুতাসে মরি,
প্রসীদ প্রসীদ দেব! আমি অকিঞ্চন।

---

## ঝিঁঝিট—ঠুংরি বিভূতিযোগ। ২৬

ওহে গিরিধারি! গোলোক বিহারী, গোবর্দ্ধনধারী মুকুন্দ মুরারি।
স্বয়ম্ভু সর্ব্বেশ! প্রভু হৃষিকেশ! তুমিই হরি শুধু তুলনা তোমারি।
যজ্ঞে যপযজ্ঞ, বাক্যেতে ওঁকার,
ছন্দ বন্দ মাঝে গায়ত্রী-আকার;
ছলনায় ছল, তেজীয়সে বল,
সাত্ত্বিকের মাঝে সত্ত্বগুণধারী।
মহর্ষিণাং ভৃগু, কবিনামুসনা,
মুনি মাঝে তুমি ব্যাস মহামনা,
ব্যবসায়ে জয়, দমে দণ্ড কয়;
জয়ে তুমি নীতি গুহ্যে মৌনকারী।
নাগের অনন্ত, যাদসে বরুণ,
পিতৃণামর্য্যমা, পবতাম্পবন,
তুমি কীর্ত্তি স্মৃতি, মেধা ক্ষমা ধৃতি;
ভবিষ্যে উদ্ভব মৃত্যু সর্ব্বহারী।
স্রোতে ভাগীরথী, পতিতপাবনী,
সিদ্ধগণ মাঝে তুমি কপিলমুনি,

তুমি আদ্যাশক্তি বীজস্বরূপিনী;
সংযমীর যম, দেবে বৃত্রহারী।
প্রবাদে[illegible] অক্ষরে অকার,
বিদ্যামাঝে[illegible]ম আত্মবিদ্যা সার,
বিহগের মাঝে বিনতা কুমার;
কলয়তাং কাল কালাংস্বরী,
তুমি আত্মারূপী সর্ব্বভূতবাসী,
চৈতন্যস্বরূপ, নিত্য, অবিনাশী,
মরুতে মরীচি তারামাঝে শশি;
রুদ্র মাঝে তুমি শঙ্কর সংহারী।
বসুগন মাঝে তুমি বহ্নিরূপ,
যক্ষ রক্ষ মাঝে তুমি ধনাধিপ,
গিরি মাঝে মেরু, পুরোহিত-গুরু;
সরসির মাঝো তুমি সিন্ধুবারি।
মাসে মার্গশীর্ষ, ঋতুতে বসন্ত,
স্বর্গ মর্ত্ত মাঝে তুমি আদি অন্ত,
বিভূতি তোমার নাহি তার অন্ত;
তুমিই ব'লেছ বিশ্বরূপ হরি!

—— ——

জয়জয়ন্তি—যৎ। ২৭

কি সুখে জীবন ধার, হার আমার এলনা।
মোহনিশি কাটে বাস, জ্ঞানের চাঁদ উদিলনা।
প্রীতিকুসুম দিয়ে, ভক্তিচন্দন মাখায়ে,
সাধের শয়ন রচি, সাধ ত পূরিলনা।

প্রেম-আভরণ পরি, কতই না গরব করি,
ভাব বুঝি এলেন হরি, মরি একি ছলনা ঃ
মুক্তিমুক্ত বাতায়নে, চেয়ে থাকি পথপানে,
আসেন কৃষ্ণ কতক্ষণে, আশাত মিটিলনা।
বিরহে বেদনা পাই, ছুটিয়া বাহিরে যাই,
সরমের মাথা খাই, ধরম ত রহিলনা;
কাতরে কখন ডাকি, কভু মানভরে থাকি,
সে কি আমায় দিল ফাঁক, সাধনা কি হ'লনা।
কভু ধরি কৃষ্ণবেশ, আমার ভাবে হৃষীকেশ,
সোহহং ভাবনা ধ্যানে, প্রাণের পিয়াস গেলনা;
গুরু বৃন্দে দূতী কয়, এত রাত ভাল নয়,
কত দুখ দিতে হয়, হরি, অধীনে তা বলনা।

---

## বাউলে—সুর। ২৮

আমার কায কি কৃষ্ণ তোমারে।
এবার কৃষ্ণে ছাড়ি কৃষ্ণনামে সাধিব যতন ক'রে।
হও যদি শ্যাম দুরারাধ্য নাম ত তোমার নয় দূরে;
(হরি হে ওহে হরি)
আমার মন রসনা বাধ্য হয় ত, অসাধ্য সাধন করে।
হরি, একা তুমি অদ্বিতীয় সহস্র নাম সংসারে,
(হরি হে ওহে হরি)
আমার এক দরজা বন্ধ হয়ত খোলা সহস্র দ্বারে।
তুমি হও যদি হে কাণ্ডারী শ্যাম! এভব পারাবারে,
(হরি হে ওহে হরি)

তোমার নামের তরি নইলে হরি তরাবে কেমন ক'রে ?
তোমার চূড়া বাঁশি কেড়ে নিয়ে নামে দিব সাজ ক'রে ;
(হরি হে ওহে হরি)
নাম, সেজে হরি ব'লবে হরি 'হরিবোল' বদন ভ'রে।
তুমি, এস যদি র'ইতে নারি হরিনামের হুঙ্কারে ;
(হরি হে ওহে হরি)
দোঁহে লাগিয়ে দ্বন্দ দে'খব এবার নাম হারে কি শ্যাম হারে।

---

## বাউলে—সুর। ২৯

প্রেম্ সাগরে উঠেছে এক নামের ঢেউ।
তারে নিবারিতে নারে কেউ।
নিতাই প্রচণ্ড পবন, গোরা প্রেমের প্রস্রবন,
দোঁহে মিলে সাগরজলে খেলে সম্ভব৭,
তাহে উত্তাল তরঙ্গ উঠে (প্রেমের অগাধ জলে রে)
ডুবায় কত দেহ নৌ।
হরিনামের তরঙ্গ, উঠে করে কি রঙ্গ,
ভাসিয়ে দিলে অঙ্গ বঙ্গ সঙ্গে কলিঙ্গ ;
দেশের ময়লা কালি ধুয়ে গেল (হরিনামের গুণেরে)
পাপী র'ইলনা আর কেউ।
পাপী ক'রতে পরিত্রাণ, বহে অমৃতের তুফান,
জলদগম্ভীররবে ডাকিতেছে বান ;
এস নর নারী গা ভাসায়ে, (সাধের বিষয় ছেড়েরে)
প'ড়ে থেকো না আর কেউ।

---

## বাউলে—সুর। ৩০

হরি ব'লে ঐ দেখ সব নাচে গায় :
দেশের আবাল বৃদ্ধ বনিতায়।
বুড়ার অশীতি বরষ, ও তার প্রাণে কি হরষ,
যুবজনের সঙ্গে নাচে আবেশে অবশ ;
আবার শিশু নাচে হরি ব'লে ( মধুমাখা স্বরেরে )
ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলে যায়।
এদের নাইক অহঙ্কার, নাইক জাত-বিচার,
যারে তারে বলে হরির নামটী কর সার ;
আবার ব'লতে হরি নয়নজলে, ( এদের ) বয়ান ভেসে যায়।
ও ভাই মারণ উচাটন, এদের নাই বশীকরণ,
তন্ত্র মন্ত্র জানেনা ভাই স্নধুই নাম সাধন ;
ও ভাই, হরি নাম কি যাদু জানে, ( নামে মোহিত করেরে )
ও নাম শুনলে মন মাতায়।
ও যে বলে হরিবোল, এরা দেয় গো তারে কোল,
হরিধ্বনি দিয়ে তোলে আনন্দেরি রোল ;
ও ভাই যে শুনে সে বলে হরি ( প্রাণ মেতে উঠেরে, )
নীরব রইতে নাহি পায়।
নামে পাগল করে ভাই, হ'ল একিরে বালাই,
মন বসেনা সংসারে আর, বল কোথা যাই :—
এরা কয় পাগলে যুক্তি ক'রে ( এমন পাগল ত দেখি নাই )
ও ভাই ঘটালে কি দায়।

বাউলে সুর—তেতালা। ৬১

( তারা, এরূপে আর গত হবে কত কাল—সুর )

ওহে কি জন্যে আর ভুলাও হরি আমারে।

এছার সংসারে—

ভবে আসিতে আসিতে পথে, দেখা হ'ল যার সাথে,

জনম ল'য়ে খুঁজে পাইনে আর তারে।

জঠরে যন্ত্রনা শুনি লোকে কয় :—

ওহে, এভব যন্ত্রনা হ'তে সে যন্ত্রণা বড় নয়,

রহেনা ত সেথা ছয় রিপুর ভয় ;

ওহে, বিষয়বিষে জ্বালাতন না হ'তে হয় :—

সেথা, যোগাসনে ব'সে জীব, কৃষ্ণভাবে সদাশিব,

সদানন্দে প্রেমানন্দে বিহরে।

তমোময় শুনি নাকি গর্ভবাস :—

ওহে তম নয়, সে নবঘন রূপরাশির পরকাশ,

দ্যাখে জীব দশদিকে দশমাস ;

তার উজলে আনন্দরূপে চিদাকাশ :—

সেথা, সাধন পথ শিখাবে ব'লে, জীবশিশু ল'য়ে কোলে,

কর্ণমূলে কৃষ্ণমন্ত্র দাও তারে।

ওহে গুরুরূপে তুমিই হরি জঠরে :—

ভবে যদি গুরু না পাই কাজ কি তবে প্রাণ ধ'রে,

ল'য়ে যাও জঠরে আবার আমারে ;—

মায়াডোর কেটে দাও হে মুরারে :—

আমি কি লয়ে আর্ থাকি ভুলে, গুরু যদি ফাঁকি দিলে

গুরুশূন্য ভাবারণ্য মাঝারে।

## বাউলে সুর। ৩২

( গৌর, এবার আমার বন্দোবস্ত ক'রে যেও—সুর )

হরি কি আর তোমায় মনের বেদন জানাবহে।
সকল জেনেছ, ( মরমের ব্যথা ) ( অন্তরযামী )
( জীবের জীবনের জীবন হ'য়ে )
তবে জানা কথা কি আর বলিব হে।
চিদাকাশে দিবানিশি, সদা যেন তমোরাশি,
রবি শশি রয়না প্রকাশি ;
কভু প্রাণমাঝে কেমন করে, বয়ান ব'য়ে আঁখিঝরে ;
তার কারণ ব'লতে নারি, মনের খেদে মরি,
উপায় কি তার হরি, করিবহে।
সাধন ভজন কথায় শুনি, প্রেমে নাকি জিয়ায় প্রাণি,
কিধন সে যে কিছুই না জানি ;
যদি ইথে হয় পরাণে আলো, ( হরি ) উপায় কি তার বল বল,
আমার, কিসে হয় সাধনা, ঘুচে যায় যন্ত্রণা,
কেমন ক'রে প্রাণ জুড়াব হে।

—০—

## ঝিঝিট—আদ্ধা কাওয়ালি। ৩৩

ভাব ক'রে কে ডাক আমায়।
ডাক্ শুনে গোলোকে আমার থাকা হ'ল দায়।
কেরে ভক্তচূড়ামণি, ডাক আমায় দিনরজনী,
সংসারে বিরক্ত প্রাণি আমার পানে চায় ;
বিষয়ে সে হয়না সুখী, সে যে আমার বড় দুখী
কেবল 'কৃষ্ণ' ব'লে ডাকি কাঁদে উভরায়।

সমাধিতে কভুশান্ত, কভু দাস হয় নিতান্ত,
প্রাণসখা প্রাণকান্ত ব'লে আকুল হয়ঃ—
ডাকিতে হবে না রে আর, নয়ন মেলে দেখ একবার,
দ্বারে বাঁধা হরি তোমার, অনুগতপ্রায়।

—০—

ঝিঁঝিট—যৎ। ৩৪

ঘুরে ঘুরে মরিস্‌নে মন, হরি যে তোর সঙ্গে আছে।
সে যে চৌকিদারী করে সদা, জীবের বিপদ হয়গো পাছে।
মায়ানিশি-ঘুমঘোরে, হাঁকি দিয়ে জাগায় তোরে,
তোর লুকান ধন, ছজন চোরে, ফাঁকি দিয়ে লয়গো পাছে।
ঘর ফেলে মন দূরে গেলে, থাকে সে তোর ঘর আগুলে
আবার, ঘরের ছেলে ঘরে এলে, আদর ক'রে বসায় কাছে।
তন্ত্র মন্ত্র গুরুবচন, বেদপুরাণে নাই দরশন,
প্রেমদাসে কয় ওআমার মন, ঘরের ধন তোর ঘরেই আছে।

—০—

ঝিঁঝিট—যৎ ঐ সুর। ৩৫

একি তোমার প্রেমের খেলা, ওহে প্রেমচিন্তামনি!
প্রেমিক, পুরুষ হ'লে, পুরুষত্ব হারাইয়ে হয় রমণী।
ছি, ছি, শুনে মরি লাজে, পুরুষে রমণী সাজে,
আবার চন্দ্র সূর্য্য সাক্ষী রেখে, পরিণয়ে বাঁধে প্রাণি।
নারী কামিনী যেমন, লুকিয়ে করে প্রেম-আলাপন,
কভু মানভরে সে কয়না কথা, হারালে হয় বিরহিনী।
বঁধুর নামে নয়ন গলে, বঁধুর প্রেমে পড়ে ঢ'লে,
আবার ডাক্‌লে কেহ বঁধু ব'লে, ছুটে সেথা যায় অমনি।

মুখে বঁধুর নাম ধরেনা, সরম যেন করে মানা,
ওরে, ভাব দেখে তার, যায় গো জানা,
জপে সে নাম দিনরজনী।
গা'ল দিলে সে হাস্য করে, মার্‌লে এসে পায়ে ধরে,
লোকে, মেয়েমানুষ ব'লে তারে, তুচ্ছ ক'রে সদাই শুনি।
এমন মেয়েমানুষ পেলে, চরণ লই তার, বুকে তুলে,
ও ভাই! তবে যদি এ রামলালের,
উপায় করে সেই রমণী।

---

## সাহানা—ঝাঁপতাল। ৩৬

( মন মানসে সদা ভজ—সুর )

মানভরে মানিনী ব'সে, পায়ে ধ'রে নাগর তোষে,
বলে, দয়াময়ি! রাধে! দয়া কর গো নিজ দাসে।
চরণে যার তিন ভুবন, সে ধ'রে রাধার চরণ,
ভাবিতে ভকতজন কতই না ভালবাসে।
পিরীতি সোনার ডেলা, বিরহ-অনলে, গালা,
সোহাগের ছাঁচে ঢালা, ভাবময়ী ভাবিনী বেশে।
সেই প্রেমহেমাঙ্গিনী, চরণে নীলকান্তমণি,
সম্বিতে সাধে সঙ্গিনী হ্লাদিনী-সাগরে ভাসে।

---

## জয়জয়ন্তি—যৎ। ৩৭

না জেনে সে হরি কেমন, সঁপেছি তায় মন প্রাণ,
না দেখে কি রূপ তার মজায়েছি কুলমান।
না দেখে, না বুঝে যারে বিরহে ব্যাকুল করে,

কোথা গেলে পাই তারে, কে দিবে তার সন্ধান।
রূপ নাই রূপের খনি, গুণহীন সে গুণমণি,
রসহীন সে নাকি, শুনি, লুকায়ে প্রেম করে দান।
বল ভাই, বল কি হ'লে, দেখা দেয় সে দুখী ব'লে,
সে বিহনে মরি জ্বলে, এনে দে তায় রাখ্ প্রাণ।
বল গো কি দিলে তারে, একবার দেখা দেয় আমারে,
সে যে আমায় পাগল ক'রে কেড়ে নিলে আত্মজ্ঞান।

---

## খট্‌ভৈরবী—একতালা। ৩৮

(রাধার দেখা কি পায় সকলে গো—সুর)

আমার সে ধন কি সামান্য মিলে গো,
আমার সে ধন কি সামান্যে মিলে।
চ'খে চ'খে থেকে, দেখা দেয়না কাকে,
ঘরে থেকে যে জন, ঘরে নাইক ব'লে।
জলে, স্থলে, শুন্যে, থাকে সর্ব্ব ঠাই,
ভুবন যুড়ে আছে, তবু দেখা নাই,
জ্ঞান, বুদ্ধি, মন, হেরে যায় বচন,
দরশন না পেয়ে ফিরে আসে চ'লে।
জনমে জনমে, জপে তপে ধ্যানে,
যোগী জনে না পায় তত্ত্বনিরূপণে,
ব্রহ্মা, ত্রিপুরারি, দরশন-ভিখারী,
দয়া কর হরি, মুখে সদাই বলে।

মনে মনে যে জন সঁপেছে তার মন,
ত্রিসংসারে যার ( আর ) কেহ নাই আপন,
সেই কেবল খুঁজে পেয়েছে রতন,
ব্রহ্মরন্ধ্র-মাঝে সহস্র-কমলে।

—•—

ভয়রোঁ—একতালা। ৩৯

স্বজনবিহীনে, করুণা—নয়নে, চেয়ে দেখ হরি,
শ্রীমধুসূদন।
আমি আপনারি করে, বাঁধি কারাগারে,
বন্দীসম তাহে হ'য়েছি বন্ধন।
চরণ নিগড়ে, বাঁধা আছি প'ড়ে, কেমনে যাব হে তব শ্রীমন্দিরে,
করে করে বাঁধা করমেরি ডোরে ;
কিসে ক'রি সেবা ও রাঙ্গা চরণ।
শমন শিয়রে সদা শঙ্কা পাই, প্রণমি চরণে হেন শক্তি নাই,
সরেনা স্বর মুখে, পাষাণ চাপা বুকে,
দুখে মরি হরি, দাওহে দরশন।
মোহের আঁধারে অন্ধ দুনয়ন, দেখিতে না পাই হে মুরতি মোহন,
রিপুর হুঙ্কারে বধির শ্রবণ, শ্রবণে না শুনি ওনাম-কীর্ত্তন।
হৃদয়সাম্রাজ্যে রাজা নাহি মন, বিনামূলে তায় কিনেছে ছজন,
পাপের অনলে, মরি মরি জ্বলে,
রক্ষ ! রক্ষ ! হরি, পাতকনাশন।

—•—

একতালা। ৪০

( রাধা বই আর নাইক আমার—সুর )

হরি আমার প্রাণ-পিয়ারা, হরি বিনে বাঁচি কিসে;
তিলেকে, প্রাণ হ'লে হারা, পলকে প্রলয় প্রকাশে।
খেতে দেয় সে ক্ষুধা পেলে, পিয়াসে জল মুখে তুলে,
কত আদর ক'রে বলে—
আবার ঘুম পেলে ঘুম পাড়ায় এসে।
'মা' ব'লে ডাকিলে পরে, ছুটে এসে কোলে করে,
মুখে চুমু খায় প্রেমভরে—
আমি কাঁদ্‌লে ভুলায় মধুর ভাষে।
রাখে আমায় চ'খে চ'খে, বিপদকালে ধরে বুকে,
আমার সাথে সাথে থাকে,
আমি ভয় পেলে যাই মায়ের পাশে।
হাঁটি হাঁটি পা, পা ক'রে, ফিরালে মা বেড়াই ফিরে,
সে মা যা বলায় তাই বলিরে—
আছি মায়ের কথায় উঠে ব'সে।
মায়ের কোলে শুয়ে শুয়ে, মুখের পানে থাকি চেয়ে,
আঁখি ঝরে মুখ ব'য়ে—
আমার, প্রেমানন্দে পরাণ ভাসে।
'বাবা' বলে কভু ডাকি, কোলে ব'সে ক,খ, শিখি,
তাহে বেদ বেদাঙ্গ দেখিরে :—
ষড়দর্শনে যা উপহাসে।
ডাকিলে 'ভাই, 'বন্ধু' ব'লে, প্রেমসিন্ধু তায় উথলে,
যাই রাখাল ভাবে গ'লে;

অমনি সখা আমার বাহুপাশে।
প্রাণবঁধু যদি বলি, শুনি মোহন মুরলী—
'রাধে, রাধে!' তান তুলি,
প্রাণ কেড়ে ল্যায় সে ব্রজের বেশে।

—০—

## মল্লার—কাওয়ালি। ৪১

ঐ বাজিল ঘনরবে মুরলী।
শুনে ছুটিল অমনি, গোপরমণী, প্রেম-উন্মাদিনী,
হেরিতে নয়নে, বনে বনমালী।
গুরুগঞ্জনায় দেয় না কান, কুল শীল মান চাহেনা প্রাণ,
কৃষ্ণ-ধ্যান, কৃষ্ণ জ্ঞান, ধায় ব্রজবধু আকুলি ব্যাকুলি।
আলু থালু বেশ, নাহি লাজলেশ,
আন সুখে প্রাণে নাহিক আবেশ,
ত্যজিয়ে সংসার হ'ল এই কি শেষ,
হৃষীকেশে প্রাণ কি মজালি।
ঘরে যে রমণী আটকি রহিল,
ধরাসনে প'ড়ে ধরাধাম ত্যজিল,
কৃষ্ণবিরহ বিষম বাজিল,
প্রাণ বাঁচে কিসে সে ধনে ফেলি।
কামগন্ধহীন এই অভিসার,
বিষয়বৈরাগ্য প্রেমভক্তি সার,
প্রাণ আমার, গোপীমন্ত্র ধর;
ছুটে যাই চল, 'হরি হরি' ব'লি।

—০—

### জয়জয়ন্তি—ঝাঁপতাল ৪২।

গুণাশ্রয় গুণময়! ওহে গুণাতীত,
কি গুণে করে'ছ হরি, ভুবন মোহিত।
কি গুণে বেঁধেছ, হরি, অনুগত জনে,
ব'লতে হরি, প্রেমবারি বহে দুনয়নে;
কি গুণে ভুলিয়ে যোগী, ব্রহ্মপদে বীতরাগী,
যোগে সমাহিত।
প্রচণ্ড পিশাচ পাপী, পাষণ্ড মানব,
নাম লয়ে হয়ে যায়, পরম বৈষ্ণব,
কি গুণে পাষাণ গলে, জলেতে ভাসায় শিলে
সব বিপরীত।
মদমত্তহৃদে হরি, তুমি দর্পহারী,
দীনহীন-প্রাণ-মাঝে তুমি বংশীধারী,
কি গুণে তুমি সুন্দর, কিসে হওহে, ভয়ঙ্কর,
বিশ্ব চমকিত।
যে গুণে যা কর, হরি, আমি হে নিগুণ,
ধর্ম্মহীন, কর্ম্মহীন, রতিভক্তিহীন;
দুরন্ত অশান্ত মন, তারে ক'রে নির্যাতন
রাখ পদাশ্রিত।

---

### ঝিঁঝিট—আদ্ধা ৪৩

আমার হবে কি মোচন।
ঘুচিবে কি এ-জনমে, মায়ারি বন্ধন

ঘুচাবে যে সে ত বাঁধা, আছে সর্ব্বক্ষণ,
উদুখলে স্নেহে বাঁধা, রাখালের প্রণয়ে বাঁধা,
রাধার প্রেম-শিকলে বাঁধা রাধিকারমণ।
ভক্তে বাঁধে ভক্তি-ডোরে, যোগে যোগীজন-
ডাকিলে অমনি সে যে, দেয় দরশন—
সঙ্গে বেড়ায় ফিরে ফিরে, পাপ-ভার বয় আপন শিরে,
মন রাখে মন দিয়ে তারে, যেন কেনা ধন।
পরের ধনে কায কি, হরি, করিবে যতন—
পরের প্রাণে প্রাণ দিয়ে, নাইক প্রয়োজন—
রাধিকনাক ধ'রে তোমায়, যাও হে বঁধু, বাঁধা যেথায়
দেখা না দাও, দিও আমায়, অন্তিমে চরণ।

---

## আলাইয়া কীর্ত্তন—খয়রা। ৪৪

কে তুমি দাঁড়ায়ে আছ, আমার হৃদয়-মাঝারে।
যেন নবীন নীরদ, শীতল সুখদ শান্তির অবতারে।
অপরূপ, কালোরূপ চায়, মনের কালি যায় হে—
আমি কখন দেখিনে, আঁধারবরণে, নাশে অন্ধকারে।
যোগীজনে যোগাসনে বসি, জ্যোতি নেহারে-
আমি চাহিনা সে জ্যোতি, কালোরূপ ভাতি প্রাণ আলো করে।
নিরাকারব্রহ্মজ্ঞানে, সেই শুনি সার হে—
আমি প্রাণ মাঝে হেরি, ত্রিভঙ্গমুরারি, পরম পুরুষাকারে।
মুক্ত হ'য়ে মোক্ষ পেয়ে, কায নাই আমার হে-
আমায় বেঁধে রাখ প্রাণে, ওরাঙ্গা চরণে, চিরদিনের তরে।

সন্ন্যাসে বৈরাগ্যবাসে, রুচি নাহি হয়হে—
আমি অনুরাগে নিতি, তোমার মুরতি, দেখিব আঁখি ভ'রে।
ধন জন যৌবন আমার, সকলি ত চাই হে—
আমি লয়ে সে সকলে, চরণ যুগলে, সঁপিব যতন ক'রে।
প্রিয়ধন-সাধন-ভজন, (শুনি) বড়ই গোপন হে-
আমার মনে হয় হেন, ও কালো রতন,
দেখাই সবারে।

---

পাহাড়ী—আড়া ৪৫

( আর কেন কর হরি—সুর )

চেয়ে দেখ, ওগো সখি, রাই কমলিনী-পানে।
শুখায়েছে সোনার কমল, বিরহ দাব দাহনে।
ধরাসনে ক'রে শয়ন, রাই আমার হতচেতন,
মুখেতে সরেনা বচন, স্থির দুনয়ন—
মনে কিন্তু হয়না মরণ, রাই প'ড়ে যোগাসনে।
দুনয়নের মণি মিলে, ভ্রু মাঝারে আগুণ জ্বলে,
হেন কি দে'খেছ হ'লে, সামান্য মরণ—
ধ্যানযোগে পেয়েছে রাই রাধিকারমণে।
অজপা ফুরায়ে গেল, কুম্ভকে বায়ু রোধিল,
ঈড়াপিঙ্গলাপ্রবাহ সুষুম্নায় ছুটিল।
রসনা পালটী আছে, সহস্রদল-সুধা-পানে।
আয় সখি! সবে মিলে, পড়ি রাধার চরণতলে,
রাই দেহে কৃষ্ণ বুঝি, র'য়েছে লুকায়ে-
রাই-দেহ-শ্রীমন্দিরে, পুজ ইষ্টধনে।

## (রাসলীলা) কেদারা—একতালা ৪৬।

(ভব-পারাবারে আয়, কে যাবিরে-সুর)

মানসমন্দিরে, হৃদিমঞ্চোপরে, রাসে বিহরে, রাসবিহারী।
বামে কমলিনী শ্যামসোহাগিনী, রাসরসময়ী রাই কিশোরী।
রাই কাঁচা সোনা কৃষ্ণরূপে মাখা,
শ্যাম কেলেসোনা রাইরূপে ঢাকা,
রাধাকৃষ্ণ রূপে, মিলন কিরূপে,
দোঁহে এক, একে দোঁহারে নেহারি।
বাঁশরির স্বরে, নুপুর ঝঙ্কারে,
বনমালা শোভে গজমতি হারে,
নীল পীত বাসে চূড়া চিকুরপাশে
মেসামিসি কিবা, আমরি অ.ম.রি।
আঁখিতে আঁখিতে দামিনী খেলিছে,
হাসিতে হাসিতে, অমিয় ঢালিছে,
সৌদামিনী-গায়, সুধা মি.স যায়,
আলোকে অমিয়ে, খেলিছে লহরী।
রাই-চাঁদমুখে, মাধব চকোর,
কৃষ্ণানন্দ পানে, রাই প্রেমে ভোর,
নীলকান্ত-কোলে চন্দ্রকান্ত জ্বলে,
রতনে রতনে কি রূপমাধুরি।
আধ আধ কভু হেরি রাধাশ্যাম,
একাকারে কভু প্রাণ অভিরাম,
এই দেখি ভেদ, এই সে অভেদ,
জীব লয়ে শিব নাগর নাগরী।

ধন্য রাসলীলা ধন্য বৃন্দাবন, ধন্য ব্রজাঙ্গনা, ধন্য মধুবন,
ধন্য সে সুন্দর, যেখানে উদয়, হ'য়ে লীলাময়, লীলা করেন হরি।

---

মুলতান — কাওয়ালি। ৪৭

জীব, কেন ভাবনে, শুনে, মিছে এসংসার।
সৃষ্টি সার সত্য হয়, মায়া মিথ্যা নয়,
হবে যদি, মিথ্যা বিধি, এ ভবরচনা যাঁর।
তুমি আমি আর যত, অনন্তজীবনগত,
জন্মমৃত্যুবিরহিত, নিত্যকাল-অবস্থিত,
জরা, ব্যাধি, ভয়, ত্রিতাপ-অতীত, নিরঞ্জন নির্ব্বিকার।
ক্রিয়াহীন, পরাধীন, রামলালের দিন,
অলসে ভ্রমবশে, যাবে আর কত দিন,
দেহে অহংজ্ঞান, তাহে অভিমান, উপায় কি হবে তার।

---

জয়জয়ন্তি — আড়া। ৪৮

কোন্ পথে গিয়েছে আমার মনমোহন মনচোরা।
ব'লে দে আমারে, ভাইরে! দেখে যদি থাকিস্ তোরা।
প্রাণ মজায়ে প্রাণের হরি, এই ছিল, প্রাণ আলো ক'রি,
কোন্ ছলে, কি অপরাধে, সাধের বঁধু হলেন হারা।
ভবে আমার কিধন আছে, সে বিনে সকলি মিছে,
তাইতে সুধাই, ব'লে দে ভাই, কোথায় আমার প্রাণ পিয়ারা।

ঝিঁঝিট — যৎ। ৪৯

দিন ত গে'ল দীনদয়াময়! দীনের উপায় আর কি আছে।
আমার গ'ণা দিন ফুরায়ে এল, শমন ত ব'সেছে কাছে।
আজ হ'লনা হবে কালি, দিন দিন এই মুখে বলি,
তবু গুরু ধ'রে সুরু ক'রে, কায হ'লনা মিছে মিছে।
শৈশবে মায়ের বুকে, যৌবনে রমণীসুখে,
আমার জরাতে দিন যায় হে দুখে,
ছজন বেড়ায় পাছে পাছে।

---

গোবিন্দদোল

কেদারা — একতালা। ৫০

(কেশব কুরু করুণা দীনে—সুর)

দোল্ দোল্ দোলে, মধুর যুগলে, মধুময়ী মধুসূদন।
হৃদি-চতুর্দ্দোলে, মধুর হিল্লোলে দোলায় মানস-পবন।
ঘন নবীন নীরদ-কোলে, চঞ্চলা খেলে হরষে,
তৃষিত চাতক—ভকত-হৃদয়ে শান্তিসুধা বরষে,
যোগানন্দ সাগরে, প্রেমানন্দ বিহরে,
ভাব-তরঙ্গ, রঙ্গে তাহে লহরে—ভেসেযায়,
ভেসে যায়, ভেসে যায়, জীবন।
চাঁদনি নিশায় প্রেম-জোছনায়, কোকিল করে কূজন,
মুকুলে অলি, পরাণ আকুলি, মধুপানে করে গুঞ্জন;—
মধু-বসন্ত-সমীরে, হের নাগরী নাগরে,
হোলি খেলে দোলগোবিন্দ অন্তরে—
(রাধাশ্যাম, রাধাশ্যাম—রাধাশ্যাম হের গো)।

শ্রীঅঙ্গে অঙ্গ, হের কি রঙ্গ, প্রীতি-আবিরে ভূষিত,
গায় গায় ঢ'লে, পড়ে কুতূহলে, দোঁহে দোঁহে হেরে মোহিত,
বসনে বসনে আ মরি,-কুঙ্কুম-রজে আবরি,
বনমালা চাঁচর কেশ দুলিছে :—
সাজে লাজে রতি মদন——
(চেয়ে দেখ্, চেয়ে দেখ্, চেয়ে দেখ্ তোরা গো)।
নয়ন ঠারে কহে পরস্পরে, মুচকি মুচকি হাসিয়ে,
এহেন ভাবে ভাবুক ভবে, বুঝতু ভাব ভাবিয়ে—
প্রকৃতি পুরুষে প্রেমলীলা, নীলাকাশে শশি শোলকলা ;
খেলতু হরি সাধক-পরানে
দোলে, দোলে, রাধারমণ—
(হরিবোল্, হরিবোল্, হরিবোল্ বলরে)।

---

বিভাস—কাওয়ালি। ৫১

আঁখি তুই চেয়ে থাক্, চেয়ে থাক্, চেয়ে থাক্।
চেয়ে চেয়ে ঐ রূপে অঙ্গ তোর মিশায়ে যাক।
ত্রিভঙ্গ মুরলীধর নন্দনটবরশ্যাম,
নবীনা কিশোরী বামে, রূপে প্রাণ-অভিরাম,
দেবের দুর্লভ ধন, হের হের ও নয়ন,
মন টেনে নে আপন পানে, রসনা কর অবাক।
আঁখি তোর যুগলমণি, তলে আছে সিন্ধুজল—
ঢেলে দেরে সিন্ধুবারি দুই ধারে অবিরল,
অতুল নীলরতন, চন্দ্রকান্তমণিধন,
যতন ক'রে রত্নাকরে, রতনে ডুবায়ে রাখ।

আঁখি'রে! তুই শুনিস্ নাই কি, দরশনে মুক্তি হয়,
দ্যাখ, দ্যাখ, চেয়ে দ্যাখ, ঐ রূপ ভুবনময়,
ঐরূপে পাগল ভোলা, মৃত্যুজয়ী মৃত্যুঞ্জয়,
জয় 'রাধে-কৃষ্ণ'জয়! ভয় কি তুই ব'সে দ্যাখ্।

---

খাম্বাজ---যৎ। ৫২

মহারাজের দরবারে বিচার :—শুন সমাচার।
কলির হয়েছে কারা, ফাঁসি হ'ল যম-রাজার।
পাপের হ'ল মহাপাতক, নরকের হ'য়েছে নরক,
ছয় রিপু উত্তরসাধক :—
এদের বেত্রদণ্ড, অর্থদণ্ড, খণ্ড হ'ল অধিকার।
মুচ্‌লকা দিয়েছে মায়া, ছাড়্‌বে ভ্রম প্রমাদের কায়া,
মাড়াবেনা মানুষের ছায়া ;
আবার কুমতি কুসঙ্গী ব'লে, দ্বীপান্তর হ'য়েছে তা.।
অমর বর দিয়েছে রাজা, খাস মহলের হ'ব প্রজা,
এভাব সব ত্রিতাপের সাজা :—
রাজায় প্রজায় হবে দেখা, পরওয়ানা হ'ল প্রচার।
জীবের কর্ম্মফলের ভয়, আপনি রাজা যেচে লয়,
রাজকর কর্ম্মফল হয় ;
'শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ ব'লে, এড়াবে জীব ধারীর ধার।
ভক্তি হ'বে অন্নপান, প্রেম সায়রে হ'বে স্নান,
কর্ম্ম হ'বে জপ তপ ধ্যান ;
যোগানন্দে সদানন্দে, দিন রজনী হ'বে পার।

হরিনাম হ'য়েছে জারি, কাঙ্গাল গরিব আর ভিখারী,
হরিনাম উচ্চারণ করি ;
ভবের ঘাটে বাঁধা তরি, বিনা মূ'ল হ'বে পার।

---

মধুকানের সুর। ৫৩

দেখ্‌লাম গিয়ে সুরধনীর তীরে।
মার খেয়ে নিতাই আমার, সোনার অঙ্গ ভাসিছে রুধিরে।
বলে গোরা, ওরে মাধাই, মেরেছ তায় ক্ষতি ত নাই,
অমর যদি হবি রে ভাই, হরিনামামৃত পিয়ে নেরে।
ধর হরিপ্রেম ধর, মানব জনম সফল কর,
ভাবে গ'লে নয়ন-জলে, পাপানলে নিভাইয়া দে রে।
ধেয়ে আয় রে 'হরি' ব'লে, মাধাই তোরে ক'রি কোলে,
কৃষ্ণের আমার কৃপা হ'লে, ত'রে যাবি ভবসিন্ধুনীরে।
বলিতে বলিতে গোরা, ভাবে হ'ল মাতোয়ারা,
কাঁদে মাধাই পাগল-পারা, গোরাপদে লুটাইয়া শিরে।
বলে, কোন দেবতা তুমি, হরিপ্রেমে এতই প্রেমী,
বড়ই যে পাতকী আমি, বল আমায়, তরাবে কি ক'রে।
মার খেয়ে হরি ভজায়, কোলে ল'য়ে প্রেম বিলায়,
কে বল দেখেছ কোথায়, দয়া করে দয়াহীন নরে।

---

## জন্মাষ্টমী---

দাশুরায়ের সুর। ৫৪

হ'ল বুঝি হায়, যাওয়া দায়, গোকুলে।
কোলে ল'য়ে বসু, ব্রহ্মশিশু, কাঁদে যমুনাকুলে।
তাহে উত্তাল তরঙ্গ হেরি, আতঙ্ক বাড়িল ভারি,
বলে, হরি! 'কিসে ত'রি অকুলে' :—

মায়াতে ভুলিল প্রাণ, দূরে গেল ব্রহ্মজ্ঞান,
স্নেহে চুম্বে পুত্রমুখকমলে :—
নামে হয় যার, ভবসিন্ধু পার,
সেই কর্ণধারে কোলে ক'রে, ভাবে সামান্য জলে।
দেখি, শিবা এক হ'তে পার, শিশু ল'য়ে আগুসার,
বসুদেব সাহসে করেন ভর :—
গভীরা যমুনা ছিল, জানুতে জল না উঠিল,
অবহেলে যায় ল'য়ে পুত্রধন :—
মায়া চমৎকার, বুঝে সাধ্য কার,
হরি কি বুঝে, যমুনা-মাঝে, কালো জলে লুকালে।
তখন সকাতরে বসু ডাকে, বিপদনাশিনী মাকে,
বলে বসু, পুত্রশোকে দহে প্রাণ,
যত পুত্র কন্যা হ'ল, একে একে যমে নিল,
চুরি ক'রে এনেছিলাম যে রতন :—
কংশে এড়ায়ে, দিলাম ভাসায়ে,
আমি কি ব'লব মথুরায় গিয়ে, অভাগিনী সুধা'লে।
বসুর করুণকাহিনী শুনে, বেদনা বাজিল প্রাণে,

থাকতে কি আর পারেন হরি, ভক্তাধীন :—
দরশন হ'লে যমুনার, হারাধন মিলিল আবার,
ছেলে এ'ল বসুদেবের কোলেতে :—
হ'লেন স্বপ্রকাশ, বিসাদে উল্লাস,
তারে হৃদে তুলে, কুতূহলে (বসু) ব্রজে যাওয়া যায় ভুলে।

---

নন্দোৎসব।

দাশুরায়ের সুর—জঙ্গলা। ৫৫

নিশিথে অপরূপ হেরিয়ে।
কহে, ব্রজ-গোপে, নন্দ ভূপে, প্রভাতে আসিয়ে।
কাল, গভীরা যখন নিশি, নিদ্রাগত ব্রজবাসী,
জাগাইল বাজায়ে কে বাঁশরি :—
তামসী নীরব ধরা, কলরবে হ'ল ভরা,
সুশীতল জ্যোতির্ম্ময় দিক দশ—
হেন জ্ঞান হয়, গোলোকের উদয়,
তাই, আলোকে পুলকে লোকে, ভূলোক ভ'রিয়ে!
যেন গগনের রবি শশি, ভূমেতে প'ড়েছে খসি,
গ্রহ তারা, দীপ্তি করে, ভূতলে;
মলয় পবন বয়, গন্ধে আমোদিত হয়,
প্রশান্ত অনল জলে সুশীতল;
পুষ্পবরিষণ, হয় অনুক্ষণ,
আবার অদ্ভুত সঙ্গীত বাদ্যে, নিল প্রাণ হরিয়ে।
দেখি, গিরিগোবর্দ্ধন ধীর, ভূমে লুটাইয়া শির,

প্রণতি করয়ে কার চরণে:—
সাগর কম্পিত হ'ল, তরুলতা প্রণমিল,
প্রসন্নসলিলা সব তটিনী:—
শাখার উপর, গায় পিকবর,
নাচে ময়ুর ময়ূরী, যেন হরষে ভাসিয়ে।
আবার চিনিনা এমন ধারা, দেব কি মানব তারা,
অপরূপ কায়া ধ'রি আসিল:—
কেহ হোমানল জ্বালি, আহুতি দেয় 'স্বাহা' বলি,
কেহ যাগ যজ্ঞ করে নিরন্তর:—
যোগে সমহিত, কেহ শান্তচিত,
কেহ হরিবোল ব'লে নাচে আনন্দে মাতিয়ে।
কেহ বৃষভবাহন'পরে, পঞ্চমুখে গান করে,
হংসোপরে কেহ করে বেদগান:—
গজমুণ্ড নরদেহ, ষডানন হইয়ে কেহ,
নারী কেহ ত্রিভুবনমোহিনী:—
কেঁহ বজ্রকর, কেহ দণ্ডধর,
তারা 'জয় ব্রজেশ্বর হরি,' ব'লে বেড়ায় নাচিয়ে।
তোমায় বলি শুন, ওহে নন্দ, যেন কি পরমানন্দ,
উপজিল সবারি পরাণে:—
সুখময় এ ব্রজপুরি, হ'ল যেন ভরপুরি,
স্বর্গপুরি মর্ত্তে যেন পরকাশ—
দূরে গেল পাপ, দারিদ্র্য সন্তাপ,
বুঝি দয়া ক'রে ব্রজপুরে, হরি এলেন লুকায়ে।
ওহে শুনি নাকি নন্দরাণী, ঘোরা যখন রজনী,

প্রসব ক'রেছে দিব্য কুমারে:—
অপরূপ রূপ তার, দেখে সবে চমৎকার,
ভূমণ্ডলে নাইক তার তুলনা:—
চল দেখে তায়, ধন্য করি কায়,
বুঝি ভূভার হ'রিতে হরি, অবতীর্ণ ভূতলে।
বলি এস নন্দ মিলে সব, করি আজ মহোৎসব,
ভবের ভাবনা মোদের ঘুচিল:—
ব্রহ্মশিশু হৃদে ধ'রি, জনম সফল করি,
মুখে বল হরি, হরি, হরিবোল:—
বল হরিবোল, বল হরিবোল,
নরনারী মিলে, প্রেমে গলে, আনন্দে মাতিবে।

---

ঝিঁঝিট—যৎ। ৫৬

(কার দোষ দিব আমি দোষী করব কায়-সুর)
ভয় কি দেখাবি শমন! তোরে কি আর ভয়,
শিখেছি মহামন্ত্র, অমর যায় মৃত্যুঞ্জয়!
হরিনাম অবতীর্ণ তরাতে জীবে,
মা-ভৈ রবেতে সবে, দিতেছে অভয়।
যমলোক শূন্য হবে, যম-রাজার চাকরি যাবে,
হরিনাম রাজ্য পাবে, ত্রিভুবনময়।
হরিনাম-সুধা পিয়ে, হরিনামে ডঙ্কা দিয়ে,

পাপী সব জড় হয়ে, পাপে ক'র্‌বে জয়।
হরিনামে ধ্বজা তুলে, হরি-হরিবোল ব'লে,
বৈকুণ্ঠে যাবে চ'লে ক'রে দিগ্বিজয়॥

---

## মনহর সাঁই। ৫৭

পিঞ্জরে পাখী, মুদিয়ে আঁখি,
বল কি মনে উদয় হে;
সোনার শিকলে, চরণ যুগলে,
সেকি বাঁধা বাঁধা নয় হে।
( তোমার সোনার শিকল শিকল কি নয় )
অমল আকাশে, বিমল হরষে,
উড়িতে উড়িতে যবে হে;
ওহে, তার কি তুলনা, ক্ষীর, সর, ছানা,
পরাধীনে কভু হবে হে।
( ওরে অবোধ পাখি! পরবশে থেকে; ছ'জনার বশে)
কোথা কুঞ্জবন, গহন কানন,
কোথা তব প্রিয় সখা;
কে দিয়ে তোমায়, সুখী হবে হায়,
মধুফল মধু মাখা।
(ও সে আপনি নিরশনে থেকে—বল)।
জীব শিব মিলে, বিহগ যুগলে,
তমালের ডালে ব'সে;

ওরে আর কি সে ভাবে, কাল কেটে যাবে,
পিয়া সনে প্রিয়ভাবে।
( ওরে সে দিন কি তোর্ হবে নারে—বল )

---

ভুক — ৫৮

হরি হতে হরিনাম, শুনি বড় মহীয়ান,
তার চেয়ে বড় হরিপ্রেম ;
হরি ত আকারে সোনা, নামে কয় তার গুণপনা,
হরিপ্রেম সুকসিত হেম।
( রূপ হেরে নয়ন জুড়ায় রে )
হরি, নবঘনশ্যাম, গভীর গরজে নাম,
হরিপ্রেম বারি বরিষণ ;
হরি মূল, নাম শাখা, প্রেম ফল মধুমাখা,
খেলে হয় অমর জীবন।
( মানুষে দেবতা হয় রে )
রত্নাকর সম হরি, হরিনামসিন্ধুবারি,
হরিপ্রেম মাণিক রতন ;
কৃষ্ণাকাশে নাম-শশি, কৃষ্ণপ্রেম রাশি রাশি,
অবিরাম করে বিতরণ।
( সে যে প্রেম-সুধা রে )
লুকায়ে সে শ্রীনিবাস, নাম করে পরকাশ,
প্রেম, আনে হিয়ার ভিতরে ;
হরি প্রাণপ্রিয়ধন, নামে হয় দরশন,
প্রেম দ্যাখে অন্তরে বাহিরে।

(বিশ্বময় বিশ্বদেব হে)
হেন প্রেম যার আছে, বিনা মূলে তার কাছে,
কেনা হ'য়ে রব চিরদিন ;
প্রেমহীন রামলালে, প্রেমিকের কৃপা হ'লে
প্রাণ আর রবেনা মলিন।
(সে দিন আমার কবে হবে রে)

---

জয়জয়ন্তি---ঝাঁপতাল। ৫৯

আপনা ভুলিয়ে ছিলাম, চেতনা হারায়ে।
কে ডাকিল কর্ণমূলে, কৃষ্ণনাম শুনায়ে।
প্রাণ যে আমার সনে, গিয়েছিল বৃন্দাবনে,
ছিলাম বঁধুর শ্রীচরণে, কে আনিল ফিরায়ে।
কৈ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ আমার, কারে পাই গো সুধায়ে॥

---

কীর্ত্তন---লোফা। ৬০

প্রেম যমুনার কূলে, 'রাধা রাধা' ব'লে,
বাজিল বাঁশির গান ;
আমি শুনে সে বাঁশরি, ঘরে র'ইতে নারি,
হইল উদাসী প্রাণ। (বেণুর রব শুনে)
আমি ভুলিনু সংসার, পুত্র পরিবার,
ভুলিনু ধন রতন ;
আমার সুখের সকল, পড়ীয়া রহিল,
ছুটিল অধীর মন।
(ভাল লাগেনা কিছু)

এসে ঘরের বাহিরে, মোহের তিমিরে
পথ নাহি দেখা পাই ;
তখন শুনি সে বাঁশরি, দশ দিক ভ'রি
কোন্ দিকে বল, যাই ।
( জ্ঞানে অন্ধ আমি )
হরি, ওহে মায়াময় ! একি খেলা হয়,
ভুলায়ে অধীন জন ;
আমি ফিরিবনা আর, দেখিব এবার,
দাও কি না দরশন ।
( দীন হীন ব'লে )

---

## বাউলে কীর্ত্তন । ৬১

হরি কেমন ক'রে, জীবন ধ'রে, র'হিব তোমা ছেড়ে ।
তুমি ধন দিয়েছ, মান দিয়েছ, প্রাণ নিয়েছ কেড়ে ।
তুমি ধন দিয়েছ-( আমার কাজ কি ধনে তোমা বিনে )
তুমি ধন দিয়েছ, মান দিয়েছ, প্রাণ নিয়েছ কেড়ে ।
তুমি ভুলা'ইয়ে রূপের ভাষে, এসে উদয় হও হে চিদাকাশে,
আবার ধ'রতে গেলে লুকাও, হেসে, মায়া মেঘের আড়ে ।
আবার ধ'র্‌তে গেলে—( কেন খেল্‌ছ হরি ! লুকোচুরি )
আবার ধ'র্‌তে গেলে লুকাও হেসে, মায়া মেঘের আড়ে ।
আবার যদি ভাবে গ'লে, (একবার ) ডাকি কোথা কৃষ্ণ ! ব'লে,
তুমি অমনি এস-হেলে দুলে, ভাব-সাগরের পাড়ে ;
( তুমি অমুনি এস কালো রূপে আলো করে হে )
তুমি অমুনি এস হেলে দুলে, ভাব-সাগরের পাড়ে ।

বেদারা—একতালা। ৬২

( মা-মা ব'লে আর ডাকিবনা—সুর )

মা হ'য়ে হরি ঐ যে ব'সেছ।
ক্ষুধাতৃষ্ণাতুর জীবে অন্ন বিলাইছ।
মহামহেশ্বর ভোলা ত্রিপুরারি,
ত্রিদিবের নাথ, কুবের যার ভাণ্ডারী,
ওমা সে হ'য়ে ভিখারী, বাঘাম্বর প'রি,
কর পেতে আছে, ভিক্ষা তায় দিতেছ।
জয়া আর বিজয়া, জয়ে আর বিজয়ে,
সুমতি, কুমতি, সখি সাজাইয়ে,
ওমা সুজনে কুজনে, ডাকায়ে আনিয়ে,
অবিচারে সবে ভোজন দিতেছ।
সুসন্তান আর কুসন্তান যত,
'মা-মা' ব'লে ধায় অবিরত,
রোগে শোকে তাপে, যারা গো তাপিত,
কোলে ক'রে তাদের জীবন জুড়াইছ।
চারু পয়োধরে, স্নেহ পয়োধার,
দুই ধারে মায়ের ঝরে অনিবার,
ও মা, সবে কোলে ল'য়ে, সুধা পিয়াইয়ে,
মৃতকল্প দেহে প্রাণ সঞ্চারিছ।
মনের খেদ মিটায়ে, রামলালে তাই কয়,
ঘুচ্‌লো দীনের দুঃখ, ঘুচ্‌লো পাপের ভয়,
তুমি, রাজরাজেশ্বরী, অন্নপূর্ণেশ্বরী,
মা হ'য়ে সবারে তরাতে এসেছ।

ধৃতরাষ্ট্ররূপী মনের প্রতি।

টোড়িভৈরবী—আদ্ধা কওয়ালী। ৬৩

(ভজনা মন কালী অভয়ে—সুর

ভাব কি মন! ব'সে বিজনে।
বিরস বদনে—
অন্ধ নয়ন দিয়ে' বারি বহে গড়াইয়ে,
তাপে তাপিত পরাণে।
পেয়ে মন রাজ্য ধন, শত পুত্র, পরিজন,
ভুলেছ ভুলেছ সেই, সার ধন সত্য ধন,
সে ধনে বঞ্চিত হ'য়ে, অহংজ্ঞানে কি অজ্ঞানে,
বিষয়-অভিমানে।
না শুনি সাধু-বচন, পাপেরে মানি আপন,
ত্যজিলে ত্যজিলে, সব আত্মজন বন্ধুজন,
চাহিলে বৈভবে, ছাড়িয়ে কেশবে, করিলে
রণ, কৃষ্ণ বিনে।
নিধন হ'ল স্বজন, হারায়েছ রাজ্যধন,
কেবা পর কে আপন, কহে দিব্যদরশন,
এখন কি হ'ল জ্ঞান, ঘুচিল কি অভিমান,
কান দিলে বিবেক-বচনে।
ওরে মন, পরদাশ, কেটে ফেল মোহপাশ,
ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও এ গৃহবাস পরবাস,
কার আশে গলদেশে, বেঁধে রাখ কর্ম্ম ফাঁসে
শ্রীনিবাসে সঁপে দেও প্রাণে।

## রামপ্রসাদী। ৬৪

বলনা রে মন! হরি হরি তোর ঘরে যাবার নাই ক দেরি।
হরিনামে কৃষ্ণনামে, দেখি নাই কোন চাতুরি,
ও সে আসল মালে নাইক মেকি, খোল আনায়, ভরি ভরি।
ওরে মুখের কথায় যে ধন মিলে, তাতে কি আর খরচ ভারি,
কেবল প্রাণ মিলায়ে রসনায় ধন কুড়ায়ে নে যতন করি।
ও মন কথায় বড়মানুষ হবি, ঘুচিবে তোর নয়ন বারি;
ও মন অসময়ে শমন এলে, খাটিবে না তার জারি জুরি।
রামলাল কয় মন রে ভোলা, আর কেন তোর আলস হেরি;
একবার বদন ভ'রে, হরে কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! রবে বাজাও ভেরি।

---

## তুঙ্ক—খয়রা। ৬৫

মধুর মৃদঙ্গ বাজে, ঐ শুন হরিধ্বনি।
বুঝি, এলরে নদীয়া-মাঝে গৌর গুণমণি!
ভক্তসনে সংকীর্ত্তনে, গোরা নাচে হরি ব'লে,
আজ ভাসে বঙ্গ, শ্রীগৌরাঙ্গনয়ন-জলে।
ভবপারের ভয় কিছু রাখলে না রে,
বুঝি—পাপ তাপ কিছু রাখ্‌লে নারে,
আজ ভাসে বঙ্গ, শ্রীগৌরাঙ্গ-নয়ন-জলে।
দেখি, প্রেমের তুফান উঠলো ভারি,
গোরা, প্রেমের পারাবার,
হরিপ্রেমে-গড়া তনু প্রেমের অবতার;

ওসে পায় ধ'রে প্রেম বিলায় সবে,
ধর হরি প্রেম, ব'লে বিলায় সবে,
পাপী সাধু ব'লে কিছু বাছেনারে,
হরিপ্রেমে-গড়া-তনু প্রেমের অবতার।
আমার গোরা নাচে বাহুতুলে, প্রেমে গগন ভরিল,
ঐ ত্রি দিব-দেবতা আসি, যে প্রেমে ডুবিল;
বলে কে রে এল সুধা লয়ে,
হেন সুধাসিন্ধু, কভু দেখি নাই রে
সাগর ম'থে সুধা, এত মিলে নাই রে
ঐ ত্রিদিব-দেবতা আসি যে প্রেমে ডুবিল।
হরিপ্রেমে মাতোয়ারা গোরা, ধরা প্রেমে টলমল,
নরনারী প্রেম-ভিখারী প্রেমেতে পাগল;
ওরে বাকি আর কিছু রইলনারে,
লোক লাজ ভয় কিছু রইলনা রে,
নরনারী প্রেম-ভিখারী প্রেমেতে পাগল।

---

## দোলন ৬৬

(জ্ঞানপ্রসঙ্গে রঙ্গের বিবাদ নুপুর চূড়া—সুর

ভক্তের প্রাণে, সাধের বিবাদ ভক্তি জ্ঞানে;
ওরে ভক্তি জ্ঞানে, ভক্তি জ্ঞানে, জ্ঞানে প্রেমে, ভক্তি জ্ঞানে।
জ্ঞান বলে আমিই পন্থা, ব্রহ্মানিরূপণে,

ভক্তি বলে পাথেয় তার নাইক আমা বিনে—
সুধাও পথিক জনে।

জ্ঞান বলে বেদমূলে, আমি সার মর্ম্ম,
ভক্তি বলে বেদাতীত হরি যে স্বতন্ত্র—
মিছে তন্ত্র মন্ত্র।

জ্ঞান বলে আমি সাংখ্য, যোগ পাতঞ্জল,
ভক্তি বলে তর্ক যুক্তি মূলে নাইক ফল-
আমি সূক্ষ্ম সরল।

জ্ঞান বলে আমি বুদ্ধ, পরম নির্ব্বাণ,
ভক্তি বলে চিনি হ'তে চায়না সাধুর প্রাণ-
চিনি খাওয়াই বিধান।

জ্ঞান বলে পাপী, আমায়, পায়না অধিকার,
ভক্তি বলে পাপে, আমি ক'রে দিই উদ্ধার—
আমার এমনি বিচার।

জ্ঞান বলে সাধনের বীজ আমিই সাধুরে,
ভক্তি বলে বীজের আদি, আমি যে অঙ্কুর—
যাবে আর কত দূর?

বীজা স্কুরের যুক্তি শুনে, (সাধুর) সংশয় ভাঙ্গিল,
ভক্তি জ্ঞানের নিষ্পত্তি, বিবাদ 'হরি হরি' বল -
একবার 'হরি' বল।

৺ কালিঘাট-মন্দিরে বসিয়া ৬৭

( আর ত ব্রজে যাবনা ভাই—সুর

আর ত ঘরে যাবনা মা, ঘর-পানে প্রাণ ( আর ) নাহি ধায়;
আমার সম্পদ বিভব সব, মায়ের দুটী রাঙ্গা পায়।

কীর্ত্তন

ওমা, ঘরে আমায় পাঠাস্‌নে, মা, ( আমার পাপের ভার হ'য়েছে
ভারি—আমি বোঝা আর বহিতে নারি।)
ওমা ঘরে আমায় পাঠাস্‌নে, মা, মায়াতে আর ডুবাস্‌নে, মা,

মেলতা

একবার, দয়া ক'রে ( ওমা তারা! ) ঘরে নে, মা, এড়াই
প্রপঞ্চের দায়।

কীর্ত্তন

আমি এই ত ভবে ঘুরে এলাম ( সেথা কিছু নাই মা, মায়া বিনা,
এ যে কেবল, মা, তোমার ছলনা)

মেলতা

আমি এই ভবে ঘুরে এলাম, ভবে, কতই না যন্ত্রণা পেলাম;
এখন দেখে শুনে বুঝেছি মা, ( কেবল ) ঐ চরণে প্রাণ জুড়ায়।

কীর্ত্তন

আমি, চরণ ধ'রে এসেছি, মা, ( তোমার চরণ ত সামান্য নয়, মা
তাতে কৈবল্য বিলায় যে মা! )
আমি, চরণ ধ'রে এসেছি মা! ( আমায় ) চরণ ছাড়া ক'রিস নে
মা!
আমি ঐ চরণে দিব এ প্রাণ, কর মা, যা ইচ্ছা হয়।

## কীর্ত্তন ৬৮

(গোপাল কৈ! গোপাল কৈ! ব'লে—সুর)

হরি হে! হরি হে! এসহে, হৃদ্-মাঝে।
আমার পাষাণ হৃদয়, হরিনামে গ'লেছে,
শ্যাম-সোহাগ-কুঞ্জবনে আমি স্থান পেলাম;
আমার ভবের জ্বালা, ঘুচে গেল, আমি স্থান পেলাম;
কৃষ্ণপ্রেমপবন হিল্লোলে—প্রাণ শীতল হ'ল;
কৃষ্ণকৃপা-কল্পতরুমূলে আমি স্থান পেলাম;
ধন্য সে হরি নামে—
যারা মহাপাপী ছিল, নামে ত'রে গেল,
সলিলে ভাসিল শিলে—
নামে সাপ পাপীর বিচার নাই;
ঐ ভবপারাবারে, পার করিবারে, নামের তরি বিরাজে।
রূপ অমলসিন্ধুজলে, আমি ডুবে গেলাম;
প্রাণ, আবেশে অবশ হ'ল, আমি ডুবে গেলাম;
সেই চিদানন্দ-নবঘনে, ঝাঁপ দিয়েছিলাম—
পিয়া বঁধুব-পিরীতে, ভাসিতে ভাসিতে আমি ডুবে গেলাম,—
পূর্ণ ভুবন রূপে—
আমি চিনিনা কেমন, সে কালো বরণ,
বল গুরো! দয়া করে—
আমার অন্তরে যে রূপ, বাহিরে তাই
ওহে, এলে কিহে হরি! গোলকবিহারী,
মনোহর রূপ সাজে।

## কীর্ত্তন ৬৯

( আমার প্রাণ যদি দেহ ছাড়ে—সুর )

ধনমদে যদি হরি! তোমা-ধনে পাসরি,
রাখ আমায়, ভিখারী ক'রিয়ে। (হে হরি!)
যদি, তুয়া-অনুরাগ ত্যজে, আন-সুখে প্রাণ মজে,
কেড়ে লও, সে সুখসাধনে—
আমায় দীন হীন ক'রে রাখ, জনমেরি তরে।
আমায় দীন হীন-আমি কেন বলি—
দুখ না পেলে প্রাণ চায়না তোমায়।
( ওহে দীনের দুখহারি! )

---

## কীর্ত্তন ৭০

( শঙ্করপূজিত পদ, দাও হে হৃদি মাঝে—সুর)

বৃন্দাবনে রাধা-সনে মাধব বিরাজে।
একবার, দেখবি যদি, নয়ন মুদে দ্যাখ রে হৃদি-মাঝে।
আমি ডেকেছি যেই, কোথা কৃষ্ণ! বলে,
ব্যাকুল হ'য়ে, ভাসি নয়নের জলে—
অমনি মোহন বেশে,
যুগল রূপে হেসে হেসে—
( আর থাকিতে কি পারেন হরি; হরি, দীনহীনের দুখহারী )
(দীনের দুখ দেখে সইতে নারি; এলেন গোলক ছেড়ে দয়াল হরি)
শ্যামসুন্দর নটবর-সাজে।

আমার কি আছে তোমারে দিব,
ওহে বিশ্বদেব, ব্রহ্মাণ্ড উদরে তব—
অহংজ্ঞান অভিমানে,
নিবেদন ক'রি চরণে ;
নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় ! বলি ; আমার বাসনার ধূনা জ্বালি )
( দিয়ে প্রীতি-কুসুমাঞ্জলি ; তাহে প্রেম-গঙ্গাজল ঢালি )
নে রে মন শ্রীচরণ পূজে।

---

## কীর্ত্তন—৭১

বঁধুর পিরীতি, সখি ! মধুর বসন্ত সম।
গায়, প্রাণ-বিহঙ্গ, ভক্ত-ভৃঙ্গ, মধুলোভে করে গুঞ্জন।
মলয় সমীর শ্যামের, রূপ। পরকাশে—
তাহে, বিকসিত প্রীতিভরে ভাব-কুসুম হাসে :—
বিমল পূর্ণিমানিশি তমোরাশি হরে—
তাহে চিত্তচকোর শান্তি-সুধা ক'রে পান ॥
সুসমাশালিনী, প্রেমপ্রবাহিনী,
হিয়া-মাঝে বহে যেন, প্রেম-মন্দাকিনী—
মানস-মরাল তায়, কুতূহলে ভেসে যায়,
তুরীয়-সাগরে ধায়, তটিনী-জীবন :—
পুণ্যময় কালো-রূপে, ভরা ত্রিভুবন—
তাহে শীতলে পরাণ, করে শান্তি বরিষণ।

## কীর্ত্তন—৭২

বৃন্দাবন চাঁদে, আজ ধ'রেছি ফাঁদে।
এবার প্রাণ-চোরে, রাখ্'ব ধ'রে, চোরা-অপরাধে।
চরণে শিকল দিব, করযুগে বাঁধিব ;
রেখে হৃদ্-গারদে, কালাচাঁদে দেখিব মনসাধে।
আমি আর ত ছেড়ে দিবনাহে—
আমি পলাতে আর দিবনাহে—
(ওহে, ও চতুরের চূড়ামণি ! ওহে, ও শঠের শিরোমণি !
আমি বড় সাজা পেয়েছি শ্যাম ! প্রাণ দিয়ে শ্রীপদে।
ওহে, ও কাঙ্গালের বন্ধু !—তুমি কাঙ্গালে দুখ দিতে পার হে!
ওহে ও করুণাসিন্ধু !—তুমি নিপট নিদয় কঠিন-হৃদয় ;
তোমার, যে প'ড়েছে হাতে—তারে ফতুর ক'রে বসাও পথে,
আমি গালি দিব সাধ মিটায়ে, চোরে রেখে বেঁধে।

—০—

## দোলন—৭৩

মান প্রসঙ্গে———সুর

( শ্রীগৌরাঙ্গের চতুষ্পাঠী )

শ্রীগৌরাঙ্গের পড়ুয়া ব'সেছে পাঠে।
পড়ুয়া ব'সেছে পাঠে, গুরুর প্রাণ গোকুলের মাঠে।
'হরি' ব'লে শিষ্য-সবে, খুলে পুথির ডোর—
হরিনাম শুনে গুরু, আবেশে অঘোর-যেন নেসায় বিভোর
„সমাপ্তায় সিদ্ধবর্ণ বলে শিষ্যগণ"

"গুরু বলে সর্ববর্ণে সিদ্ধ নারায়ণ" —বল জয় জনার্দ্দন

"শিষ্য বলে বা সিদ্ধ হইল কেমনে—"

"গুরু বলে কৃষ্ণদৃষ্টিপাতের কারণে"—বাঁকা দুনয়নে

শিষ্য বলে কহ গুরো! পদের লক্ষণ—

গুরু বলে ধ্বজবজ্রাঙ্কিত যে চরণ—শিবের আরাধ্য ধন

শিষ্য বলে বিশেষ্য কি, কিবা বিশেষণ—

গুরু বলে সগুণ কৃষ্ণ, তাঁহাকার নির্গুণ—আছে সাংখ্যবচন

শিষ্য বলে সর্ব্বনাম, বলে বা কাহারে—

গুরু বলে, নামরূপী কৃষ্ণ অবতারে—দিও প্রচার ক'রে।

শিষ্য বলে কহ গুরো! অব্যয় বিস্তারি—

গুরু বলে বেদবাক্যে অব্যয় শ্রীহরি—ব্রজের বংশীধারী।

শিষ্য বলে ক্রিয়াসূত্র কহ হে কেমন—

গুরু বলে জপক্রিয়া, কৃষ্ণনামসাধন—জীবের পাতক নাশন

শিষ্য বলে কর্ম্ম, কর্ত্তা, কহ তার সূত্র—

গুরু বলে কর্ত্তা কৃষ্ণ, কর্ম্ম সৃষ্টিমাত্র-এইত কারক সূত্র।

শিষ্য বলে তদ্ধিতের কহ প্রকরণ-

গুরু বলে হিত কেবল কৃষ্ণনামসাধন—শুন হিতবচন।

শিষ্য বলে ধাতু কিবা কহত স্বরূপ—

গুরু বলে দেহীর দেহে, কৃষ্ণ ধাতুরূপ—নইলে জড়ের স্বরূপ।

শিষ্য বলে প্রত্যয়ের করহ লক্ষণ।—

গুরু বলে গতিহীনের গতি হয় যে জন—কর তার ভজন।

শিষ্য বলে সমাসের করহ বিস্তার—

গুরু বলে সবিশেষ কৃষ্ণ-অবতার—বৃন্দাবনে প্রচার।

শিষ্য বলে কেমনে ব্যাখ্যা কর, গুরু আজ—

এক কলে হবে যাতে পরকালের কাজ—সুবাও ভক্তসমাজ।
ব্যাকরণশাস্ত্রে সিদ্ধ, সুদ্ধ নারায়ন,
বল কৃষ্ণ, বল কৃষ্ণ, শ্রীমধুসূদন—জীবের পাতকনাশন।

—•—

## শ্রীবৃন্দাবনযাত্রা—৭৪

(আয় রে ভাই ও ভাই কানাই যাই গোচারণে=সুর।)

আয় রে যাই বৃন্দাবনে, ও পুরবাসি!
তোরা দেখবি যদি, অমানিশায় পূর্ণিমাশশি।
চাঁদের অনন্ত কলা, তাহে অন্ধকার ঢালা,
রূপের ছটায় ভুবন আলা—
তারে দেখলে পরে নয়ন যুড়ায়, চল্ দেখে আসি।
ও ভাই রতন কাঞ্চন, বড় ভাল বাসে মন,
হরি আমার দারিদ্র্যভঞ্জন—
ও তার চরণতলে কুড়িয়ে পাবি ধনরাশি রাশি।
তোদের চাই যদি স্বজন, হরি আপনার আপন,
পিতা, মাতা, পুত্র, পরিজন—
ও সে তাপিত প্রাণ শীতল করে বাজায়ে বাঁশি।
চল বৃন্দাবনে যাই, পথে ভিক্ষা মেগে খাই
প্রেমিক পেলে চরণে লুটাই—
আবার 'হরি' ব'লে নয়নজলে আনন্দে ভাসি।
হরিনাম বলি গায়, তোরা নেচে নেচে আয়,
অযাচকে হরি প্রেম বিলায়—
প্রেমে, সাঁতার খাবি, ডুবে র'বি তায় দিবানিশি।

———

## কীর্ত্তন—৭৫

(তমাল-পাশে কনকলতা, হেরে নয়ন জুড়ালরে)—— সুর

কালো বরণে, কাঞ্চনে, রূপে রূপে মিলিল ভাল।
পীতসাগর কূলে যেন নীলগিরি শোভিল।
(যেন অচল মেঘে চঞ্চলা)
শ্যামরূপ নয়নে হেরি, নয়ন ফিরাতে নারি,
রাই-রূপমাধুরি হেরে, প্রাণ মন ভুলিল;
কারে রেখে বা কারে দেখি, আঁখি যে দায়ে পড়িল।
চিৎস্বরূপে চিদানন্দ, জ্ঞানযোগে পরমানন্দ,
ভক্তি জ্ঞানে মিছে দ্বন্দ, সন্দ মনে ঘুচিল;
জয় রাধে! শ্রীগোবিন্দ! বদন ভ'রে বল বল।

---

## ভৈরবী—আড়া। ৭৬

(ওমা কেমন মা কে জানে)——সুর

আমার অবোধ প্রাণ কৈ শুনে।
রূপ-বাধা মনে যতন, মানা ত না মানে।
বলিলাম তায় এত ক'রে, পাবার নয় যে, কে পায় তারে,
তবু যেন শিশুর মত, চাঁদে পেড়ে আনে।
পাছে বলে হিত কথা, পাগল হ'য়ে বেড়াও কোথা,
তবু সে প্রাণ যথা তথা, আছে কি সন্ধানে।
গৃহিনী মোহিনী মায়া, আহলে তায়, ফেলে ছায়া,
তবু সে এড়ায়ে তারে, ছুটে শূন্য পানে।

ধূলায় মাখামাখি ক'রে, আঁধারে তায় রাখি পুরে,
তবু সে প্রাণ কেমন ক'রে পলায় কি সোপানে।

---

## বিভাস কাওয়ালি ৭৭

শ্রবণ রে, বলি শোন, বলি শোন্ বলি শোন।
ওরে, অদূরে, ঐ সুমধুরে মধুর মুরলীস্বন;
সুখের কথা শুনে কানে, বড়ই যে বাড়ে উল্লাস,
দুখের কথায় প্রাণে ব্যথা, সদাই কর হা হুতাশ,
সুখে দুখের অন্তরে, যে অপার আনন্দ রয়,
কিশুনে শ্রবণে বল, সে আনন্দ হয় উদয়;
পরম পিযূষরস কিসে প্রাণে উপজয়,
ওরে, শুনলিনা রে মিছে কথায়, মিছে ক'লি কালযাপন।
সঙ্গীতে, সুস্বরে, সুরে, তানে লয়ে যে উচ্ছ্বাস,
প্রীতি প্রফুল্ল শিশু-মুখে আধ আধ ভাষ,
পীকের পঞ্চম স্বন, নিদাঘে মেঘগর্জ্জন,
হারান সন্তান-মুখে মা, মা সম্বোধন;
ওরে, সে হ'তে মধুর রব, বেণু করে কলরব,
মন দিয়ে শোন রে শ্রবণ, শুনিস নাই যা আর কখন!
গুরুমন্ত্র কর্ণে প'শি, উদাসী কর্য়ে প্রাণ,
সংসারে বৈরাগ্য আসি, নিত্যপথে হয় জ্ঞান,
মন্ত্র হ'তে সার মন্ত্র, শুনে মুগ্ধ ত্রিভুবন,
সদা নিত্য, সদা সত্য সদানন্দ প্রস্রবণ;

জীবের পাতকরাশি, দিবানিশি যায় ভাসি,
ভবের যন্ত্রণা যায়, শীতল করে জীবন।
দ্বাপরে যে ব্রজপুরে, বাজিল বাঁশির গান,
আজিও বাজে সে বাঁশি, তুলি সুললিত তান,
শ্রবণে প্রবেশি বাঁশি, ঘুচায় প্রাণের বিকার,
ভুবন ভাসায়ে বাঁশি, মধুর করে সংসার,
শ্রবন তোর পায়ে ধরি, বধির থেকোনা আর ;
বাঁশিমন্ত্র কর সার, এই অমার আকিঞ্চন।

---

## জয়জয়ন্তি—যৎ। ৭৮

কে বলে পাষাণে গড়া, সে যে আমার পরশমণি।
তার, দরশনে জুড়ায় অঙ্গ, পরশে জুড়ায় প্রাণি।
ভাস্করে বিগ্রহ ক'রে, জীবন কি তায় দিতে পারে,
জীবন্ত দেবতা আমার, ঐ যে প্রেম-চিন্তামণি।
ডাকিলে সে কথা কয়, ভাবিলে রোমাঞ্চ হয়,
তারে না দেখিলে পাগল করে বিরহে মরণ গণি।
বিগ্রহে বাজায় বাঁশি, শুনতে পাই গো দিবানিশি,
আবার নাচালে নাচিতে পারে, মা যশোদার নীলমণি।
ভাবিলে রাখালবেশে, (কভু) ধেনু ল'য়ে সঙ্গে আসে,
মহারাসরসে ভাসে, সঙ্গে লয়ে কমলিনী।
যে যা বলে ব'লুক তায়, পাগল বলে বলুক আমায়,
আমার দিন রজনী যেন যায় গো, ঐ চরণে স'পে প্রাণি।

---

ভৈরবী——আড়াখেমটা। ৭৯

( ওমা এমন মা কে জানে——সুর )

আমার অবোধ প্রাণ কৈ শুনে।
দুরারাধ্য ধনে যতন, মানা ত না মানে।
বলিলাম তায় এত ক'রে, পাবার নয় যে, কে পায় তারে,
তবু যেন শিশুর মত, চাঁদে পেড়ে আনে।
পাঁচে বলে হিতকথা, পাগল হ'য়ে বেড়াও কোথা,
তবু সে প্রাণ যথা তথা, আছে কি সন্ধানে।
গৃহিণী মোহিনী মায়া, আগুলে তায় ফেলে ছায়া,
তবু সে এড়ায়ে তারে, ছুটে শূন্য-পানে।
ধূলায় মাথা-মাখি ক'রে, আঁধারে তায় রাখি পুরে,
তবু সে প্রাণ কেমন ক'রে পলায় কি সোপানে।

---

খাম্বাজ — ঠিমেতেতালা ৮০

( জানিনা কি ব'লে ডাকি তোরে——সুর )

বলনা কি নামে তোমায় ডাকি।
যে নামে যে ডাকে তোমায়, সেই নামে তোমারে দেখি।
কালীনাম শ্রবণে শুনে, বিশ্বরূপে পড়ে মনে,
করালবদন-পানে, সভয়ে তাই চেয়ে থাকি।
দুখহরা দুর্গানামে, হেরি দুখহারী শ্যামে,
অসুরনাশিনীনামে, শঙ্খচক্রধরে দেখি।
শিব শিব শম্ভো! রবে, হেরি যোগেশ্বর কেশবে,

শয়ান কারণনীরে বটপত্রাসনে দেখি।
'ব্রহ্মময়ী' নামে শুনি, ব্রহ্মার ব্রহ্মকাহিনী,
জননীরে চমকিলে ব্রহ্মাণ্ড বদনে রাখি।
'মা' ব'লে যে তোমায় ডাকে, মা হ'য়ে ভুলাও তাকে,
বাবা হ'য়ে কভু কাকে; অভয় দাও সঙ্গেতে থাকি।
'প্রভু' 'সখা' যে যা বলে, পেয়ে সে তাই থাকে ভুলে,
অনুরাগভাবে গ'লে তোমায় করে মাথা মাখি।

---

(যশোদা নাচাত গো মা, ব'লে নীলমণি——সুর) ৮১
বদনে ব'লিতে হরি, (ও যার) দুনয়ন ঝরে;—
ওরে, বিনা মূলে প্রাণ আমার, আমি, বিকাইব তারে।
(কোথায় গেলে পাব—এমন মনের মানুষ রতন)
(কবে ধন্য হব—ওতার চরণধূলি মাথায় ল'য়ে)
(কবে প্রাণ জুড়াব—তারে যতনে হৃদয়ে ধ'রে)
কবে রে সে দিন হবে, আমার প্রাণের সখা মিলিবে,
আমার দূরে যাবে মনের আঁধার, (তারে) আলিঙ্গন ক'রে।

---

(ওলো সই! কৈ কৃষ্ণ এল রে আমার——সুর) ৮২
বল ভাই! এ নহে কি জীবনে মরণ।
দেখা দিয়ে ক্ষণ-তরে, লুকাল আঁধার ক'রে,
ছিল ভাল তার অদর্শন—
কৃষ্ণ বিনে, ছার প্রাণে, নাহি প্রয়োজন।

দিবানিশি প্রাণ কাঁদে, বিহনে সে কালাচাঁদে
অবিরল ঝ'রিছে নয়ন——
কৃষ্ণ ব'লে গঙ্গাজলে ত্যজিব জীবন !

—•—

## গৌরী—যৎ ৮৩

যাও যাও হে বনমালি ! যাও তাহে ক্ষতি নাই,
ব,লে যাও অধীনে, আমরা তোমা ফেলে কোথা যাই।
তোমারে করিয়ে রাজা, মর্ত্তে, মনি নাই আর অন্য রাজা,
এখন হ'য়ে রাজদ্রোহী প্রজা, কোন রাজ্যে আর পাব ঠাঁই।
ইন্দ্রাদি দেবতা ছেড়ে, ছিলাম হে চরণে প'ড়ে,
এখন সুররোষে. স্বর্গবাসে, বঞ্চিতা, হ,য়েছি তাই।
যাব যে পাতালতলে, সে আশা ঘুচায়ে দিলে,
কালীয়ে পাঠায়ে কালে, কারে বা শরণ পাই।
বনে বনপশুভয়, সবারে ক'রেছ জয়,
সলিলে ভাসালে শিলে, ( ও তার ) সে কথা কি মনে নাই।
আকাশে বিনতাসুতে, রেখেছ হে সাথে সাথে,
অরাজক সে শূন্যপথে, যেতে প্রাণে শঙ্কা পাই।
দানবে দলন ক'রে, রেখেছ সব নষ্ট ক'রে,
এখন, বল কৃষ্ণ ! তুই কে আর, কোথা হে আশ্রয় পাই।
ছিল বুদ্ধি, ছিল মন, ক'রেছ সবে হরণ,
জীবন যৌবন ধন ( মোদের ) কিছু ত আর সঙ্গে নাই।
যাবে যদি লও প্রাণ, প্রাণ ল'য়ে বাঁচাও প্রাণ,
( ক'রব ) তোমার ধন তোমারে দান, ( প্রাণে ) প্রয়োজন
আর কিছু নাই।

জয়জয়ন্তি খং। ৮৪

(ঐ দাঁড়ায়ে কালিন্দীকূলে শ্রীনাথ আমার—সুর(
কৈ সে ত্রিভাঙ্গমুরারিরূপ ভুবনমোহন।
তোমার বিশ্বময় বিরাট রূপ, চাহেনা নয়ন।
অরুণকিরণরূপ, ছেড়ে ধর কালোরূপ,
তেজোরূপ ছেড়ে ধর, শীতল বরণ।
ত্যজে হুতাসনপ্রভা, অঙ্গে নবঘনশোভা,
ধর রূপ মনোলোভা, মাখিয়ে চন্দন।
কিরীটে খুলিয়ে ফেল, চুড়াতে যে সাজে ভাল,
ভানু ছেড়ে বৃকভানুস্মৃতা নামধারণ।
চতুর্ভুজে পরিহর, দ্বিভুজে মুরলী ধর,
ওঁ কারে ছেড়ে কর বংশীবাদন।
ছেড়ে সে প্রণবধ্বনি, রাধানাম যে ভাল শুনি,
যোগানন্দরস ছেড়ে, প্রেম আস্বাদন।
শ্রবণে কুণ্ডল পর, গলে বনমালা ধর,
হৃদয়ে কৌস্তভ ছেড়ে, ভৃগুর চরণ।
কটিতটে পীতধটি, লাজে রত্ন শতকোটী.
চরণে চরণ দুটী হৃদয়রমণ।
বিশ্বচরাচরদেহে, স্থাবর জঙ্গম তাহে,
পঞ্চভুত, চতুর্ব্বিংশ তত্ত্ব নিরূপণ।
ছাড় সে বৈভব তোমার, শুন হে শ্যাম, হাহাকার,
গোপিনীর আর্ত্তস্বরে, পূর্ণ বৃন্দাবন।
রাধিকা সাধিকা সনে, এস হে হৃদ্ বৃন্দাবনে।
জয় রাধে শ্রীকৃষ্ণ! ব'লে জুড়াই জীবন।

## বাউলে — ৮৫।

ঐ দাঁড়ায়ে কে হৃদয়বৃন্দাবনে;
অমন যুগল রূপের তুলনা ত হেরি নাই আর ভুবনে।
আধ জলদবরন, আধ কষিত কাঞ্চন,
আধ শিরে চূড়া, আধ বেণী সুচিকন,
আধ সিন্দূর শোভিছে ভালে; আধ মাখা চন্দনে।
আধ অধরে হাসি, আধে বাজায় গো বাঁশি,
হাসিরসে, বাঁশিরসে, হয় মেশামিশি;
বাঁশি রাধা রাধা বলে, হাসি কৃষ্ণ বলে বদনে।
আধ গলে ফুলহার, আধ গজমতিহার,
রূপে রসে গন্ধে মিশে, করিছে বিহার;
আধ নীলবাসে বালসে, আধ গৌরভে পীতবসনে।
বাম চরণে নূপুর, বাজে অতি সুমধুর,
দক্ষপদে ধ্বজ বজ্র, শমন করে দূর;
যোগশান্তিপদে, প্রেমের পদে, বেড়া দুটী চরণে।
ও ভাই, ভজন সাধন, হেরি ঐ পদে মিলন,
যোগানন্দ প্রেমানন্দসাগরে মগন;
রাধাকৃষ্ণ ব'লে, ঝাঁপ দিব তায়, রামলালের এই সাধ মনে।

—০—

## বাউলে——৮৬

আমার যে পাপের বোঝা, তোমায় কি হে দিতে পারি।
তুমি যে প্রাণপ্রিয়ধন, প্রেমের সাধন, জগতের জীবন হরি।

ভাল যে যেখানে পায়, যতন ক'রে দেয় তোমায়,
সর্ব্বত্যাগী অনুরাগী ঐরাঙ্গা পায়-
কোন প্রাণে কলুষবিষ, ল'য়ে দিব চরণে নিবেদন ক'রি।
তোমারে সঁপিয়া দিলে, লক্ষগুণ ফিরায়ে মিলে,
অনন্তকল ফলে নাকি কর্ম্মফলে—
দিলে এই পাপের বোঝা, নয়ত সোঝা, লক্ষগুণে হবে ভারি।
পাপের বোঝা স'য়ে রব, নিতে তোমায় না বলিব,
প'ড়ে মরি মরিতে ভয় না করিব,
মান্'বনা ভবের জ্বালা, ময়লা ধূলা, মেখে খেলা সাঙ্গ করি।
তুমি যে দিন আমার হবে, ভাল মন্দ ঘুচে যাবে,
সুখে দুখে রামলালের দিন সমান যাবে;
লয়ে সে মিছে কথা, কিসের ব্যথা, সকল পাব পাসরি।

---

(সুরধীনর তীরে হরি বলে কে—রে———সুর) ৮৭
রাধা, রাধা, ব'লে মোহন বেণু বাজে—রে,
বুঝি প্রাণ-বঁধু এল নগরে।
প্রাণ সখা বিনে প্রাণ মজাবে কে—রে' ( বুঝি )।
বাঁশি শুনে আর ত র'হিতে নারি ঘ—রে ( ঐ )।
যারে যারে সখি! একবার দেখে আয়,
যারে যারে সখি!—( সখিরে—ওরে সখি!)
কানাই এল বুঝি, কদমতলায়—রে ( বুঝি )
হ'লে প্রাণ বঁধু ( সুধাইও তারে )
হ'লে প্রাণ-বঁধু (সখিরে, ওরে সখি!)
কেন বাজায় বাঁশি, নাম ধ'রে রে। ( বুঝি )

আমি গুরুজনার, জনার মাঝে থাকি,
আমি গুরুজনার, ( সখিরে ! ও-রে সখি ! )
তারা শুনে রাধানামের বাঁশি, ব'ল্‌বে কি-রে ( বুঝি )
বাঁশি কালাকাল, যদি না বুঝিবে,
আমার কুলে থাকা ভার হ'বে—রে। ( আমি কুলনারী ) ঐ
ওসে বাঁশির স্বর নয়রে, ব্যাধের শর,
সখিরে—ব্যাধের শরে প্রাণ বধে-রে (ও সে )
ও সে শরাঘাতে, প্রাণ-মৃগ জর জর—রে (বুঝি )
যদি এমন ক'রে, বাঁশি জ্বালায় মোরে,
সখিরে, ও-রে সখি ! যদি এমন ক'রে
আমি চ'লে যাব দেশান্তরে—রে। ( বুঝি )

---

## গোষ্টযাত্রা ( কীর্ত্তন ) ৮৮।

বাজিছে গভীরে, গভীরে, প্রাণ কানায়ের মুরলী রে;
ধাইছে সুধীরে, সুধীরে, ব্রজরাখালের ধবলি রে।
যমুনা তরঙ্গ তুলে, উজান বহিছে রে—
শাখে ব'সে পাখী সবে আনন্দে গাইছে রে।
মধুর মধুর ভাবে, পবন বহিছে রে।
ময়ূর ময়ূরী মিলে, আনন্দে নাচিছে রে।
তরুলতা কয়না কথা, রূপ নিরখিছে রে—
নীরবে নীরবে তাদের, নয়ন ঝরিছে রে।
অরুণ ও রূপ হেরি, আঁখি ছল ছল রে—

গগন ছাড়িয়ে ভূমে, আসিতে চঞ্চল রে ॥
ঘরে ছেড়ে ঘরের বধু, বাহিরে আসিছে রে—
ছুটে যাই গোষ্ঠে, হেন, পরাণে বাসিছে রে।

খাম্বাজ—আড়াঠেকা ৮৯

( যাবে কিহে দিন আমার—— সুর )

সাধে কি সে কালো রূপে আমি এত ভাল বাসি;
সে যে আমার অন্তরের ধন, অন্তরনিবাসী।
আমি যে নয়ন হারা, সে যে আমার নয়নতারা,
বধিরে শ্রবণ আমার, সেই কালো শশি।
রসনা সে নামে রসে, অঙ্গ শিহরে পরশে,
পুলকে পরাণ ভাসে, (আমি) সেই সুখে র'ই দিবানিশি।
সে যে আমার দেহ, প্রাণ, বল বুদ্ধি, মন জ্ঞান,
ধর্ম্মাধর্ম্ম, কর্ম্মাকর্ম্ম, বিষয় ঐশ্বর্য্যরাশি।

ঝাঁপতাল—৯০

ঝাঁপতাল——(দে মা স্থান শান্তিনিকেতনে—সুর )

কৃষ্ণনাম, কবে আর লইবি—ও রসনা?
আজি কালি ক'রে দিন, গিয়েছে তোর বহুদিন,
দীনবন্ধু কবে আর ব'লিবি—ওরসনা?
সরস সুরসে কত, তুষেছি তোয় অবিরত,
কৃষ্ণরস কবে পান ক'রিবি—
ও নাম-সুধারসে মজিয়ে মজাবি—ওরসনা?
সরস কোমল হেন, অমৃতে অরুচি কেন!
কুরসে আর কত দিন ভুলিবি—
তায়, ব্যাধি হ'লে উপায় কি করিবি—ও রসনা

রূপ দেখে তোর পড়ে রস, এতই কি রে পরবশ,
নাম-রসে কবে বশ হইবি—
রসসিন্ধু মাঝে ডুবিয়ে ডুবাবি—ও রসনা?
নিঠুর শ্রবণ নয়ন, শুনেনা বিনয়বচন,
তাদের মত নিদয় কি তুই হ'বি—
রামনামে কি কানের দ্বারে দিবি—ও রসনা?

—০—

একতালা ৯১।

(বিফল জনম, বিফল জীবন, জীবনের জীবন না হেরে—সুর
আঁধার জীবন আঁধার ভুবন, ভুবনমোহন বিহনে।
শ্যামদরশন কেন বা বিধি রে,
লিখেছিলি এই দুখিনীর কপালে;
কেন বা দেখালে, কেন বা লুকালে, ভুলালে তারে কি সাধনে।
আপনি বিজনে, ব'সিয়া সে ধনে,
দেখিতে বাসনা হ'য়েছে কি মনে,
তাই কি বঞ্চিয়ে দুখিনী রাধারে, লুকালে রাধিকাজীবনে।
ছেড়ে দে রে ধ'রে রাখিবনা তায়,
প্রাণ সুধু তার দরশন চায়,
যার ধন তার, হবেনা রে পর, দেখাইলে সুধু নয়নে।
জগতের জীবন সে কালো রতন,
সে ধন ছাড়া কেউ ত বাঁচেনা কখন,
জীবন দিয়ে তারে, রাধিকার জীবন, বেঁচে আছে সুধু মরণে—

প্রাণের প্রাণ দিয়ে পরাণ বাঁচা রে,
ক,রিস না রে নারীহত্যা অবিচারে,
ওরে দে রে দে রে ফিরে, যশোদাকুমারে,
কাতরে ধ'রিরে চরণে।

—০—

[ রামপ্রসাদী ঝিঁঝিট—যৎ ] ৯২

আর কারে ভয় ক'রব আমি, ভয়ের ভয়কে পূজা করেছি,
অভয় চরণ শরণ ল'যে, আমি মরণের ভয় ঘুচায়েছি।
মোহনিশি পোহাইলে, স্নান ক'রে প্রেম-গঙ্গাজলে,
হরিনাম-সন্ধ্যা জ'পে, আমি সুপথে ঘরে এসেছি।
ঘরে এসে ঠাকুর ঘরে, দেহরূপ এই শ্রীমন্দিরে,
প্রবেশ ক'রে ধীরে ধীরে, আমি পূজার আয়োজন ক'রেছি।
দিব্যদৃষ্টিপাত ক'রি ভূতগণে অপসরি,
বৈতালী পৈশাচী অরি, আমি রিপু ছজন তাড়ায়েছি।
সুমতি মাতৃকাগণে, আবাহনে আরাধনে,
পিতৃদেবঋষিগণে, আমি সাধনে সহায় ক'রেছি।
অঙ্গ করাঙ্গের ন্যাসে, আমি সর্ব্বাঙ্গে বেঁধেছি ক'সে,
প্রাণায়ামে প্রাণ-বাতাসে, আমি স্ববশে তারে এনেছি।
অনাহত জয়ধ্বনি, ঘুসিল ঘণ্টার ধ্বনি,
বিজয় দুন্দুভি, ভেরি, আমি প্রাণের মাঝে বাজায়েছি।
ধ্যানে ব'সে' পীতবাসে, হেরিলাম ঐ চিদাকাশে,

পায়ে ধ'রে ডেকে এনে, হৃদিপদ্মাসনে বসায়েছি।
ইহাগচ্ছ! ইহ তিষ্ঠ। অধিষ্ঠান কুরু, কৃষ্ণ,
গৃহাণ গৃহাণ পূজা, ব'লে মানসে পূজেছি।
সহস্রার সুধা ল'য়ে শ্রীচরণ ধোয়াইয়ে,
মনপ্রাণ-অর্ঘ ল'য়ে আমি সাদরে তাঁরে স'পেছি।
ধূপ দীপ তেজোতত্ত্ব, চন্দনে পৃথিবীতত্ত্ব,
কুসুমে আকাশতত্ত্ব, আমি মূলতত্ত্বে মিশায়েছি।
লয়ে চতুর্ব্বিংশত্ত্ব, নৈবেদ্য পরম তত্ত্ব,
আচমন সুধাতত্ত্ব, পুণরাচমন তায় করায়েছি।
ভোজনের অবসানে, শোয়ালাম সুখশয়নে,
ব্যজনে, চরণ সেবনে আমি, দাসের অধিকার পেয়েছি।
পূজা হ'লে প্রসাদ পেয়ে, অমৃতে অমর হ'য়ে,
শমনেরে ফাঁকি দিয়ে, ভবযন্ত্রণার দায় এড়ায়েছি।
যমের দোরে কাঁটা দিয়ে, যমের যম হৃদয়ে লয়ে,
আমি নির্ভয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়ে, সদানন্দে ব'সে আছি।

---

## গোবিন্দ দোল।

### ঝিঁঝিট—যৎ। ৯৩।

চিৎস্বরূপে চিদানন্দে, আবার একি রঙ্গের খেলা ;
স্থির নয় সে যুগল শশি দিবানিশি দেয় কে দোলা।
জ্ঞানযোগে যে লক্ষ্য করে, লক্ষ্যহারা করে তারে,
ভক্তের নয়ন সঙ্গে ফিরে, কেউ নারে তায় দিতে ধুলা।
আঁধা হেরে জ্ঞানের নয়ন, সে ত কেবল রাইয়ের বরণ,
ভক্তের নয়ন হেরে যুগল, মেঘের কোলে চঞ্চলা।
দূরে বেথে দেখে জ্ঞানী, নিরাকার চৈতন্য মানি,
কাছে রেখে ভক্তে দেখে, সাকারে সুন্দর লীলা।
প্রাণ পবনে করে স্থির, জ্ঞানী ভাবে আমিই ধীর,
সেই পবনে ভক্তে লয়ে, যুগলরূপে দেয়গো দোলা।
জ্ঞানের নয়ন অহংজ্ঞানে, যেখানকার থাকে সেখানে,
( ভক্তের ) নয়ন বাঁধা ঐ চরণে, সঙ্গে সঙ্গে থায় গো দোলা।
ভক্তেরে বাড়াতে মান, দোলে হরির অধিষ্ঠান,
জ্ঞানে দেখে ম্রিয়মান বুঝে না সে প্রেমের খেলা।

---

### খাম্বাজ—মধ্যমান। ৯৪

( অন্তে যেন [illegible] পাই—সুর )

ওরে অমূল্য ধন বিন [illegible]
বিনামূলে কিনবি যদি [illegible] ায়।
ধনের ব্যাপারী গোরা [illegible] া,

ডা'ক আয়, কে নিবি তোরা, আয় গো ত্বরায়।
দীনদুখী কে, আছিস ঘরে, ধন বিলায় সে তোদের তরে,
অকিঞ্চনে দয়া ক'রে দারিদ্র্য ঘুচায়।
মুক্তিকামী হয় গো যে জন, সে ধনে তার নাই প্রয়োজন,
সে ধন কেবল কাঙ্গালের ধন, কাঙ্গালে মিলায়।
তৃণাদপি হয় যে তৃণ, সয় যারে তরু-সমান,
অমানীরে, দেয় গো মান, তারে ধন যুয়ায়।
পাপী তাপী ধন পাবে, পাষাণ-হৃদয় গ'লে যাবে,
নিরাশ্রয় যে স্থান পাবে, ঐ রাঙ্গা পায়;

---

( গীতা—অর্জ্জুনের রণে অপ্রবৃত্তি )

সুরটমল্লার—একতালা। ৯৫

হরি এ রণে নাই প্রয়োজন;
কেঁদে বলে ধনঞ্জয়, চাইনা হে বিজয়,
চাই না সুখ রাজ্য ধন।
হেরে, রণরঙ্গভূমে আত্মীয় বান্ধব,
রণ-অভিলাসে সুসজ্জিত সব,
আমার সুকাইছে মুখ, ফাটিতেছে বুক,
দেহ হ'ল রোমাঞ্চিত—
থর থর কাঁপে এই দৃঢ় তনু,
খসিয়া পড়িছে গাণ্ডিব ধনু,
কি যেন অনলে, দেহ প্রাণ জ্বলে,
হেরি সদা কুলক্ষণ।

রাজ্য সুখভোগ যাদের কারণে,
যদি হত্যা ক'রি সেই আত্মজনে,
কি সুখে আর তবে, এ ঘোর আহবে,
ক'রি এত আয়োজন—
এ যুদ্ধ, গোবিন্দ ! নহে মোর কার্য্য,
পাই যদি তাহে ত্রিলোকের রাজ্য,
কুলক্ষয়প্রবৃত্তি, মিত্রদ্রোহে মতি,
দিও না আর জনার্দ্দন।
ওহে শুনেছি হে হরি, কুলক্ষয় ক'রি,
নিরয়ে নিবসে যত ভ্রষ্টাচারী,
কেন তবে মোরে, নিরয় মাঝারে,
ডুবাইবে অকারণ—
ত্যজিলাম অস্ত্র, করিব না রণ,
বধে যদি আমায় ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ,
আমি হ'য়ে অসহায়, অকাতরে হায় !
দিব প্রাণ বিসর্জ্জন।

—•—

## মুলতান—একতালা। ৯৬

( নাম কে দিলে ত্রিগুণধারিণী—সুর )

'হরি' নামটী তোমার কে রেখেছে।
সে যে সুচতুর গালি দিয়েছে—
ওহে হরি বলে যারে, চোরা বলে তারে,
চোরের প্রেম কে শিখায়েছে।

সত্যযুগে ক'ল্লে মুণির মন হরণ,
ত্রেতায় হ'রে নিলে রাবনের জীবন,
দ্বাপরে যে চুরি ক'ল্লে কত, হরি!
সে ত জানে ত্রিভুবন—
ননিচোরা ব'লে যশোদা বেঁধেছে,
প্রাণচোরা ব'লে, রাধিকা কেঁদেছে,
গোপিনী গোপালে, জীবন সঁপে দিলে,
তবু দেখা কৈ পেয়েছে।
বলি তোমায়, ওহে চোরের শিরোমণি!
আমি কলির বিপ্র, ধরি কঠিন প্রাণি,
বিষয় জানি সার, আছে অহঙ্কার,
চুরি করা সুকঠিন—
বলি বলি বটে, তুমি হে তস্কর,
এই পাষণ্ডের প্রাণ যদি নিতে পার,
(নইলে) মিছে কর চুরি, ওহে বংশীধারি
মিছে হরিনাম র'টেছে।

---

(গঙ্গাযাত্রীর গান।

## পাহাড়ী—আড়া। ৯৭

চ'লেছি ভবের ঘাটে, কোথায় হে ভবের কাণ্ডারি!
ভবের খেলা সাঙ্গ হ'ল এস এইবার কৃপা ক'রি।
পুত্র কলত্রের তরে, দাসত্ব করি সংসারে,
বিদায় ক'রে আজ আমারে দিয়েছে সত্বর ক'রি।

ধন উপার্জ্জন লাগি, ছিলাম কত অনুরাগী,
কি হ'ল সঙ্গের সঙ্গী, নাইক আমার পারের কড়ি।
শত্রু মিত্র ভেদাভেদে, ছিলাম আনন্দে বিসাদে,
কেউ বা হাসে, কেউ বা কাঁদে, কারে বা সহায় ধরি।
বিষয়ের কীট হ'য়েছিলাম, নিত্য বস্তু না চিনিলাম,
সাধনে বঞ্চিত হ'লাম, কর এখন উপায় হরি।
বিদেশে জনম গেল, ঘরে এখন লয়ে চল,
হয়েছে প্রাণ চঞ্চল, লও হে বাহির ক'রি।
শ্রবণ হ'ল বধির, নয়ন হ'তেছে স্থির,
হিমাঙ্গ হ'তেছে আমার, সমাধির আর নাইক দেরি।
এমন সময় এস হরি! দাঁড়াও হে নয়নে হেরি,
কালোরূপে আলো ক'রে কালভয়ে দাও নিবারি।
হৃদয়ে চরণ দিয়ে, যন্ত্রণা দাও ঘুচাইয়ে,
করে ধ'রে উঠাইয়ে, লয়ে যাও হে সঙ্গে করি।
জীবের গতি দীনের শরণ, জয় কৃষ্ণ কালবারণ!
জয় জয় মধুসূদন! মরণে সম্বল হরি!

---

(শ্রীবৃন্দাবনযাত্রা—স্বপ্ন)

লোফা—(পদ) ৯৮

আমায় ছেড়ে দে রে ভাই! বৃন্দাবনে যাই,
বাসে ত বসে না মন;
আমায় ডেকেছে কানাই, ব্রজের পানে তাই,
যাই, যাই, করে প্রাণ। (ঘরে র'ইতে নারি)

কাল নিশিতে যখন, ঘুমে অচেতন,
স্বপনে হেরেছি তারে ;
আমার শিয়রে দাঁড়ায়ে, চরণ বাড়ায়ে ;
দিল ধরিবার তরে। ( হৃদে রা'খ্‌ব ব'লে )
( আমার হৃদয়-জ্বালা জুড়াইতেরে )
( সংসারের জ্বালা জুড়াইতে রে )
আমি লয়ে সে চরণ, করিনু ধারণ,
এ মোর পাষাণ বুকে ;
অমনি গলিল পাষাণ, জুড়াইল প্রাণ,
ডুবিনু অতুল সুখে। ( সংসারে ভুলে )
ডুবে সুখের সাগরে, তলায়ে তলায়ে
অতলে পাইনু তল ;
দেখি সে তলে উতরি, আনন্দনগরী,
শুনি সুখকোলাহল। ( প্রেম শান্তি-ভরা)
সুখে সে নগরবাসী, সদা হাসি হাসি,
বলে জয় শ্রীগোবিন্দ !
জয় রাধিকারমণ ! গোপিনী মোহন, !
জয় বৃন্দাবন চন্দ্র ! ( রাধে গোবিন্দ ! )
( একবার যুগলরূপে দাঁড়াও দেখি হে— )
তারা ক্ষুধাতুর হ'লে, কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, বলে,
উদর ভরিয়ে যায় ;
হ'লে পিপাসিত প্রাণ, করে কৃষ্ণ নাম,
পিয়াস তাহে মিটায়।
নাম-রসের মদিরা, পানে মাতোয়ারা,

হইয়ে ঘুমায় সুখে ;
আবার ভেঙ্গে ঘুমঘোর, আনন্দে বিভোর,
কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, বলে মুখে। (প্রেমানন্দে মাতি
তাদের নয়নের বারি, বহিয়ে বহিয়ে,
তটিনী আকার ধরে ;
তারা স্নেহ অনুরাগ, মাখিয়ে মাখিয়ে,
তাহাতে সিনান করে।
তাদের তুলসির মালা, অঙ্গের ভূষণ,
লজ্জাবাস বস্ত্রহারী—
তাদের সুখের সংসার, যত পরিবার,
হরিনামের ভিখারী।
(তারা নাম বিনা ত কিছুই জানে না রে)
তাদের, বাজারে বাজারে, কৃষ্ণনাম বিকায়,
কিনে সবে বিনামূলে ;
সে নাম যত ল'য়ে যায়, ততই বিলায়,
ততই যাচক মিলে।
(সে নাম বিলায়ে ত ফুরায় না রে)
আছে কদম্ব মাধবী, তমাল বিটপী,
তারি তলে করে বাস ;
সদা জপে কৃষ্ণনাম, কহে কৃষ্ণনাম,
নিমেশে নাই অবকাশ।
(তাদের কৃষ্ণানন্দের বিরাম নাই রে)
দেখে সে আনন্দপুরি, বুঝিনু ভাবিয়ে,
এসেছি শ্রীবৃন্দাবনে ;

অমনি হরষে ভাসিনু, ছুটিয়া আসিনু,
শ্রীগোবিন্দ দরশনে। ( বড় আশা ক'রে )
পথে ছুটে ছুটে চলি, ফুকারিয়া বলি,
কোথায় হে এ দীনের বন্ধু!
আমি বহুদূর হ'তে, এসেছি দেখিতে,
দেখা দাও হে কৃপাসিন্ধু!
আসি শ্রীমন্দির পাট, খুলিল কপাট,
হেরিনু নয়নারামে;
হেরে আবেশের বশে, অবশে অবশে,
মুরছি পড়িনু ভূমে। ( হয়ে আ
যবে হইল চেতন, ভাঙ্গিল স্বপন,
কাঁদিয়া উঠিল প্রাণ;
আমি যাব বৃন্দাবন, নতুবা জীবন,
করিব রে অবসান।
( প্রাণে কায কি আমার )

---

## ভৈরবী—কীর্ত্তন ৯৯

( বদনে ব'লিতে হরি, ওযার দুনয়ন ঝরে )
চরণে পড়িয়ে কাঁদে, কাঁদে ব্রহ্মা ত্রিপুরারি;
বলে আমায় দয়া ক'রে ব্রজের রাখাল কর হরি।
ব্রহ্মপদ কেড়ে নিয়ে, যে চাহে তায় দাও বিলায়ে,
গোকুলে গোধনে দিয়ে, আমায় রাখ সঙ্গে করি।

দেবলোকের যত গরব, সে গরব ভেঙেছ কেশব,
গোলোক হ'তে ব্রজের বৈভব, তুমি বাড়ায়েছ হরি।
ভূলোকে এই ক'রে তুমি, (কেউ) হবেনা আর স্বর্গকামী
পরশি এই পুণ্যভূমি, ভবে, সবাই যাবে তরি।
এই লও, আমার কিরীট, দণ্ড, (হরি) পালবনা আর এ ব্রহ্মাণ্ড
আমি নিত্য বৃন্দাবনকাণ্ড যেন নয়নে নেহারি।
ব্রজের শিশু কর মোরে, (তোমার) পিরীতি দাও পরাণ ভ'রে
(যেন) তোমায় আঁখি-ছাড়া ক'রে, আমি এপ্রাণ বিহরি।
ভাবের সাগর তুলে এনে, ঢাল আমার দুনয়নে,
যেন কৃষ্ণনামে উথলে, সে ভাবসিন্ধুবারি।
বংশীধ্বনি শুন্‌তে পাব, (অমনি) মন্ত্রমুগ্ধ হ'য়ে রব,
কভু, আকুল হ'য়ে ছুটে যাব, আপনা পাসরি।
লওহে, আমার সকল লও, আমায়, রাখালশিশু ক'রে দাও,
দিব্য আমার মাথা খাও, (আমায়) ফিরায়ো না হরি!

---

## কীর্ত্তন—দোলন ১০০

তোরা দেখে যা গো—
আমার রাই কমলিনীর দশা···তোরা
রাই রাজকন্যে, বল, কিসের জন্যে,
সদাই ফিরিতেছে বনে বনে—তোরা
তারে দেখলাম আমি, হ'য়ে জ্ঞানহারা;
ঢুঁড়ে ঢুঁড়ে পাগলিনীর পারা—তোরা
রাধার সোনার কান্তি, কান্তি গেছে চ'লে

দেখলে যায়না চেনা ( আর ) রাধা ব,লে—তোরা
অমন কোমল অঙ্গ, অঙ্গ শুকায়েছে ;
প্রাণ, যেতে কেবল বাকি আছে—তোরা
রাই, মেঘের প'নে, পানে থাকে চেয়ে;
শত ধারা বয় তার নয়ন দিয়ে—তোরা
কভু, বনের তরু, তরু লতার কাছে;
ও সে কাতরে কি যেন যাচে—তোরা
বনের মৃগের পানে, কভু ছুটে গিয়ে;
বলে কতই না তারে সুধায়ে— তোরা।
বনের পশু সবে, সে ত নাহি ডরে;
যাচে, সবারে কি, সকাতরে—তোরা।
বনের পাখীর গান, গান শুনে কানে;
পড়ে, অধীরা হইয়ে, ভূমে—তোরা
কভু, হাসে কাঁদে, কভু নাচে গায়;
কভু, কিসের পানে ছুটে যায়—তোরা
কভু, শুন্যপানে, চেয়ে কারে ডাকে ;
কভু, আলিঙ্গন, করে কাকে—তোরা
কভু, ব'সে থাকে, থাকে মান ভরে,
কভু, লুটায় অঙ্গ ধুলায় প'ড়ে-তোরা।
কভু, কারে ডেকে, ডেকে দেখায় কি;
বলে, আয়রে সই, এই পেয়েছি—তোরা।
কভু, কুসুম তুলে, ভূমে বিছাইয়ে ;
যেন, চেয়ে থাকে কার, পথ চেয়ে—তোরা।
ফুল শুকাইলে, কাঁদে বিনাইয়ে;

বলে, আয়রে আয় ও নিঠুর-হিয়ে—তোরা।
কভু, যোগাসনে ব'সে উর্দ্ধ-আঁখি;
যেন, কপালে অনল দেখি—তোরা।
যদি বাঁচাইবি তোদের রাইধনে;
চল, যাই সখি! তার অন্বেশনে—তোরা।
যদি, ফিরাইতে, তারে নাহি পারি,
রাধার, সঙ্গে হ'ব বনচারী—তোরা।

---

## কীর্ত্তন—দোলন ১০১

একবার আনন্দে বদন ভ'রে, বল হরিবোল।
ছেড়ে বিষয় তৃষা পাপ-পিপাসা, বল হরিবোল।
( একবার হরিবোল ———— বলরে )
রাধাকৃষ্ণনামে, নামে নিসান তুলে—
( ও ভাই চলরে—জয়রাধে শ্রীকৃষ্ণ ব'লে রে )
চল জয় রাধে গোবিন্দ ব'লে——বল হরিবোল।
রাধাকৃষ্ণনামে, নামে তান ধরি,
এস বাহু তুলে নৃত্য ক'রি——বল হরিবোল।
রাধাকৃষ্ণনামে, নামে বাজাও ভেরি,
( ভেরি বাজেরে—যুগল সাজে যুগল রাজেরে—)
( চল ঐ নামের ঘোষণা করি—বল হরিবোল )
রাধাকৃষ্ণনামে, নামে জীবের গতি,
কর, ঐ নামে ভাই, রতি মতি—বল হরিবোল।
রাধাকৃষ্ণনামে, নামে কতই বল,

ওনাম ভবপারের সম্বল—বল হরিবোল।
রাধাকৃষ্ণনামে, নামে কতই সুধা,
( একবার বল রে—নামের সুধা পান কররে )
ওনাম পীতে, পীতে বাড়ে ক্ষুধা—বল হরিবোল।

---

## ঝাঁপতাল ১০২

( নন্দি ! গিরি ) নন্দিনী ত্রিণয়নের নয়নতারা—সুর
আয় দেখি মা ! উমা আমার দেখি একবার আঁখি ভ'রে।
ছেলে ফেলে মা ! এত দিন কি থাকিতে হয় পরের ঘরে।
ছেলে কাঁদে মা, মা, ব'লে পড়িয়ে বিরলে—
রোগে, শোকে মনস্তাপে, পাপে প্রাণ যায় জ্বলে ;
দেখিলে মা, লোকে বলে—তোর মা কি গেছে ম'রে।
খেলা দিয়ে ভুলায়ে আমায়, ফাঁকি দিয়ে পলালে,
খেলা হ'লে মা, দেখি চেয়ে, মা আমার গিয়েছে চ'লে,—
ভবারণ্যে, সাথীশূন্যে, হ'য়ে মা ! দিশেহারা-
কত ভয় পেয়েছি গো মা, ভবভয়হারিণী তারা ;
এলি যদি, কোলে নে মা ! যাস্‌নে ছেড়ে।

---

## আগমনী ললিত একতালা ১০৩

এলি কি রে মা, কাঙ্গালের মা, মনে পড়েছে কি এতদিন পরে ?
ওমা, কেন এলি উমে ! এই শ্মশানভূমে, ত্যজিয়ে সুখের কৈলাশশিখরে।

ওমা প্রেম ভক্তি নদী বহিত যেখানে,
চিতা ভস্মরাশি আজ সেখানে—
ওমা, ফেরু অবিশ্বাস, ফেরে চারি পাশ,
হেন স্থানে বাস সাজে কি তোমারে।
ওমা, হৃদি মণিপুরে, তোমারি মন্দিরে,
ছটা দস্যু মিলে র'য়েছে ঘিরে-
তারা ভাবদেহে বধি, দহে নিরবধি,
বাসনার চিতা জ্বালায়ে অন্তরে।
পূর্ব্বজন্মে ছিল যে কিছু সঞ্চয়,
লুটে নিল তারা সকলে মিলে—
ওমা, প্রাণের অন্নপান, নাহি সংস্থান,
প্রাণময়ি! কিসে পূজিব তোমারে।

---

## আলেয়া—কাওয়ালি ১০৪

আমার মা বুঝি এল ;
দশভুজে দশদিকে আনন্দ ছড়াইল।
আনন্দে ভুবন সাজে, আনন্দবাজনা বাজে,
আনন্দময়ী বিরাজে, আনন্দে দেখিবে চল—
আনন্দেপ্রাণ দেরে ঢেলে, প্রেমানন্দে পড় ঢ'লে
সুষুম্নার পথে চ'লে, খুলে দে সহস্রদল!
মা আমার দীনজননী, ভবভয়নিবারিণী
তারিণী, দুখহারিণী স্নেহস্বরূপিণী—
ডাক দেখি মন 'মা মা' ব'লে,

তোরে, মা এসে লইবে কোলে,
ছেলে গেলে মায়ের কোলে,
কি দুখ তার থাকে বল।

( ওমা শঙ্করি!—সুর। একতালা )

ওমা তারিণি! মন সরেনা কি মা, আসিতে এ দীনের ঘরে।
ওগো, তাই কি মা এসে, বিল্বমূলে ব'সে, দোনামনা ক'রে রয়েছ দূরে।
এই ভাবহীনের পূজা, ওমা দশভুজা!
নেবে কি না নেবে, ভাব্‌ছ কি তাই
যে মা, অভাবে ভবানী, ভাবে ভবরাণী,
ভাবময়ী, ভাব সে দিতে কি নারে।
পাপী, হইনা মা আমি, পাপহরা তুমি,
ব্রহ্মময়ী নামে ভয় কি পাপে মা!
ওমা, মায়ের কাছে উমা, দোষ কি আছে মা,
আমি মা ব'লে পূজা করব তোরে।
ওমা, এস, এস উমে, কমলা দক্ষিণে
বামে লয়ে গো মা বাগ্বাদিনী
ওমা, সঙ্গে গণপতি, সুরসেনাপতি,
অসুরনাশিনী, কেশরী উপরে।

---

## দুর্গাপুজা

( আয়মা সাধন সমরে—সুর একতালা ) ১০৫

অভাব আছে কি তার ঘরে;
সে জন ভাবিনী ভবানী, ঘরে আন্‌তে পারে।

ধন ধান্য রত্ন যদি চেয়ে থাক,
কোটী কুবেরের কমলা ঐ দেখ,
যদি হতে চাও জ্ঞানী, জ্ঞানপ্রদায়িনী
বাণী ঐ বিরাজ করে।
ব্রহ্মজ্ঞান যোগে যদি হয় মতি,
আগমে দুর্গম, ঐ গণপতি,
শক্তি অনুপম, অতুল বিক্রম
চাহ সেনাপতির কাছে
পৌরুষে বাসনা যদি মনে আছে,
যেচে লও ঐ কেশবীর কাছে,
হরি প্রেমে রতি, বিষয়ে বিরতি,
চাহ ভোলা মহেশ্বরে।

---

## কীর্ত্তন—লোফা ১০৬

এই যে দাঁড়ায়ে—দাঁড়াযে গো।
আমার প্রাণবঁধু-প্রাণ আলো ক'রে গো।
আমি, জীবন-ধনে, ধনে, হারা হ'য়ে, ( দীন হীনের মতগো )
আছি, কতই না যন্ত্রণা স'যে, গো ( ভবের জ্বালায় জ্বলে পুড়ে )

খয়রা

আমার শ্যাম গুণমণি, নয়নের মণি,
নয়নে নয়নে ছিল;
বুঝি অযতন পেয়ে, অভিমানী হ'য়ে
গোপনে পলায়ে গেল। ( আমায় অনাথ ক'রে )
আমি, শ্যাম-হারা হ'য়ে, কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে,

বেড়াইনু দিশি দিশি;
বুঝি তাই দয়া করি, দয়াময় হরি
আবার উদয় হইলে আসি।
( আবার তেমনি ক'রে ) (ভুবনমোহন রূপে )

দশকুশী

এস, এস, প্রাণ-বঁধু, হিয়ার মাঝারে-হে।
দয়া কি হ'য়েছে হরি, এতদিন পরে-হে।
( আর কি র'ইতে পারি—তোমা ছাড়া হ'য়ে )
ওহে, কত না ক'রেছি মনে, বলিব তোমায় হে,
বলিতে মরমের কথা, রসনা এড়ায় হে।
( মুখ ফুটেও ফুটেনা—ব'ল্‌তে গিয়ে )
( ওহে, নিরখি ও রূপরাশি, সব ভুলে যাই হে )
বাখানিব ভাব তোমায়, ভাষা নাহি পাই হে।
( শ্যাম সোহাগের ভাষা—সে কি খুঁজে মিলে )
ভাবের তরঙ্গ উঠে, কণ্ঠরোধ হ'য়ে-হে ;
আমি, সে ভাবে ডুবিয়া মরি, আপনা হারায়ে-হে।
( প্রেমসিন্ধুজলে—আমি ডুবে মরি )
নয়ন মুদিলে হেরি, ও কালো বরণ—হে;
চাহিলে নয়নের জলে, ধোয়াই চরণ-হে।
( শ্রীচরণ তলে—আমি প'ড়ে প'ড়ে )
ধরিতে পারিনে বঁধুর মধু মাখা নাম-হে ;
শুনিলে নামের ধ্বনি, সিহরে পরাণ হে।
( নামের কতইনা মহিমা প্রেম-মধু মাখা )
এলে যদি, দয়া ক'রে, থাক চিরদিন-হে।

যেওনা আমারে ছেড়ে, আমি দীন হীন হে।
আমি তোমা ব'ই জানিনা-সংসারের মাঝে )

মেলতা——লোফা

হরি, পায়ে ধরি, আমার কথা রাখ—
যেন অধীনে আর ভুলনা ক। ( দীন হীন ব'লে )

---

## নগরসংকীর্ত্তন তেওট ১০৭

বেলা গেল ভাই, হরি ব'লে চল, যাই—
ঐ আসিছে শমন, আর উপায় নাই।
চলে আয়, চলে আয়, চলে আয় ফেলে সংসারে,
ডাকে সঘনে, তরাতে, প্রেমের নিতাই।
নিতাই, হরিনাম এনে ভবে, পবিত্র ক'ল্লে সবে, নাম বিলারে;
পাপী তাপী জন,—লয়ে নামের শরণ,
হরিবোল ব'লে অবহেলে যায় সবাই।
ওভাই, একবার যে বলে হরি, ভুলে আর চায়না ফিরি-বিষয়ের পানে—
ধারা নয়নে—আনন্দ প্রাণে,
হরিনাম গানে নিশিদিনে মত্ত তাই।

দশকুশী

একবার বল ভাই, হরি হরি, হৃদয় শীতল করিহে,
( বিষয় বিষে, প্রাণ, জ্বলে; যে আছে হে )
ওনাম শুনায়ে পরাণ জুড়াও হে

একতালা

ওভাই, নাম সুধু নয়, নামে অবতার হরি;

ওনাম রাখালে খেলায়, গোপিনী ভুলায়,
বাঁশরী বাজায় ধরি (নামে ভুবন ভরা মোহন রূপে)।
ওনাম সুধাময়হে—
এনাম, যদুকুলমণি, দেব চক্রপানি, ভক্তজনমনোহারী
এনাম, ভবসাগরের কাণ্ডারী—
ওনাম সহস্রকমলে, কনক কুণ্ডলে সবিত্রি মণ্ডলচারী।
খয়রা
নাম অবতারে হরি, কত হবে ভারী
দেখালে দ্বারিকাধামে ;
লয়ে মণিমুক্তাদাম, আর হরিনাম
লিখিয়ে তুলসিদামে।
(সে নাম এক দিকে হ'ল বিসম ভারী—ভবে ধন দিয়ে কে
কিন্‌তে পাবে নাম।)
নামের মহিমা অপার, পারাবার পার,
হইতে না পারি হর ;
তাই, পারে দাঁড়াইয়ে, কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে,
ডাকে কোথা কর্ণধার, (বলে, পার কর)
মেলতা।
নামের দেবে, কি মানবে, নাই।

---

## নগরসংকীর্ত্তন ১০৮

বল হরিবোল, আজ আনন্দে, পুরবাসি! সবে মিলে।
বল হরিবোল, হরিবোল বল রে—

ও ভাই কলি-কোলুষ-মাঝে, তরাতে আর কি আছে,
বিনে হরিনাম—
ও ভাই, আধি ব্যাধি যন্ত্রনা, ত্রিতাপ, সন্তাপ নানা, হরিনাম ল'য়ে ঘুচাও সকল গণ্ডগোল।

একতালা

ওরে, কাজ কি রে তোর, যোগে, যাগে, তন্ত্রে, মন্ত্রে, আর।
ধর মধুর হরিনাম, সুখশান্তিধাম, আনন্দসাধন—
নামসুধা কর পান, জুড়াইবে প্রাণ; ঘুচিবে পাপ-বেদন;
নাম-কল্পতরুমূলে, যা চাবে তাই মিলে, মনের মত ধন,
আছে গতি মুক্তি ফল, কুড়াইয়ে চল, লয়ে যাই ভবপার।

জয়দেবী

ঘন নবীন নীরদং, ক্ষণদাশ্রয়সম্পদং
চিন্ময় সদা মোহনমধুরূপং-মনমানসে।
লোচনজিতখঞ্জনং, বদনশশিগঞ্জনং
অধরধৃতমুরলীনিনাদং-সুমধুরং।
মাল্যদামশোভিতং, শ্রীবৎসলাঞ্ছিতং,
মায়াতীত মায়াময়রূপং—মনোহরং
পীতাম্বরধারণং, রবিসুত, ভয় বারণং,
শীতলধ্বজবজ্রাঙ্কিতপাদং—ভবতারণং
ধ্যায়তু যদুনন্দনং, গায়তু হরিবন্দনং
বদতু সদা, কৃষ্ণকৃষ্ণবাচনং—রে রসনে।

ছেপকা

বন্দিত-সুরনর, পূজিত-শঙ্কর, শ্রীপদ বিপদবারণ ( হায় রে )
কবে দুবাহু পসারি, হৃদয় উপরে ধরি, ( প্রাণ জুড়াইয়ে রে)

সফল করিব জনম।

কবে শিতকমল বঁধু—সরসপরশে, লোহা হবে সোনার বরণ,

কবে প্রেম অশ্রুজলে, পাষাণ যাবে গ'লে (প্রেমে আকুল হয়ে)

রে—কৃষ্ণ প্রেমে আকুল হ'য়ে রে)

ভবক্লেশ হইবে মোচন।

লোফা

ভাইরে—বল বল কৃষ্ণকথা, জুরডাওরে শ্রবণ;

নাম সুধা দানে আমার, বাঁচাও রে জীবন।

( প্রাণ আর বাঁচেনা, বাঁচেনা—সেই নাম বিনা )

ভাইরে—জীবনে-মরণ হ'য়ে, আছি চিরদিন,

ওহে, দাও মোরে কৃষ্ণপ্রেম, আমি দীন হীন।

( দয়া কর ভাই, কর ভাই—এই অধমজনে )

দোলন

যায় দিন যায় রে চ'লে।

তোর গণা দিন ফুরায়ে গেল, তোর নিদানের দিন নিকট হ'ল,

তোর ভবের খেলা ফুরাইল ( দিন যায়রে চলে )

বারেক শ্রীকৃষ্ণনামে যত পাপ হরে;

ওরে শতযুগে পাপী ও তা ক'রিতে নারে

তবে আর ভাবনা কিরে—

একবার বদন ভরে হরি বল; একবার প্রাণ, মন ঐক্য করে হরি বল; একবার বিষয় ভুলে, হৃদয় খুলে, হরি বল।

একতালা

কোথা প্রাণবল্লভ! রাধামাধব! মধুসূদন!

এস, দীনের হরি! দীন-কাণ্ডারি! শীতল কর জীবন।

একবার দয়া ক'রে হে—
আমি সংসারতাপে, তাপিত অতি,
মোহ-সাগরে মগন,
হরি, মোহ নিবার, সন্তাপ হর, দয়া কর দীনশরণ!
শ্রীচরণ দিয়ে—আমার হৃদয়-মাঝে উদয় হ'য়ে।

মেলতা

যদি পেয়েছ কৃষ্ণনাম, জপ তায় অবিরাম,
আমার রসনা রটনারে হরিবোল।

——

## নগরসংকীর্ত্তন ১০৯

ভেরি বাজ্-লো—জয় রাধে! শ্রীরাধে! কৃষ্ণ!
হরে হরে—রবে বা—জ—লো।
মৃদঙ্গধ্বণি, কি মধুর শুনি———রবে-বা-জ-লো।
শুনে পুরবাসী সকলে, নামের নিশান তুলে ধেয়ে আসিল;
তারা হরি বোল ব'লে গায়, আনন্দে ভেসে যায়,
হরিনাম শুনে তাপিত প্রাণ জুড়াল।

একতালা

ভুলে আর কেন ভাই আছিস তোরা, দীনবন্ধু নাম।
প'ড়ে ভব কারাবাসে, বদ্ধ মায়াপাশে ( হতাশ চেতন, )
কেন নিরবেতে থাক, কৃষ্ণ ব'লে ডাক, বন্ধনে হবে মোচন।
এ যে পাপ, ব্যাধি ঘোব, বিকারে বিভোর—
হ'য়েছ-অজ্ঞান—
যদি রোগে পাবে ত্রাণ, কর হরিনাম,
রোগের নিদান।

দশকুশী

শোন দেখি, মন তোরে ব'লি, কি কহিয়ে ভবে এলিরে!
ছাড়িবনা, গৌরাঙ্গ চরণ—ভবে জনম ল'য়েরে ।
এখন গিয়েছে জঠর-যন্ত্রণা—
(সেদিন মনে নাইরে! আমার অবোধ মন রে)
তুমি পেয়েছ রিপুর মন্ত্রণা
উপায় কি হবে, ভেবে মরি—জনম বৃথায় গেলরে।

ছেপকা

সেবিত সুরগণ, মোহিত মুনিজন, নীরদ নবঘন শ্যাম :
কিবা বিমল চন্দ্রমা, বদনে উপমা, বেণু রাজায় অবিরাম ।
(রূপের সীমা নাইরে,—রূপে ভুবন ভরাবে)
কিবা জিতকালীয় কলিকলুষনাশন, চরণে স'পি মন
কবে সংসার পারাবারে, হইব নিস্তার
দুস্তরে পাইব ত্রাণ। (সে দিন কবে হবে রে)

খয়রা

অতি সুমধুর, নাম বঁধুর,
নামে, ভবের জ্বালা জুড়ায়ে যায় রে—
নাম-সুধা খেলে অমর হয় রে—
প্রেমে পীযূষ ভরা হরিনাম, ডাক বদন ভ'রে অবিরাম রে।
(আপনারে ভুলে, হরি হরি বলে)

দোলন

একবার ডাক দেখি রে—কোথা দীনবন্ধু হরি, ব'লে,
পাপ নিদাঘে তাপিত প্রাণ,
বহে কৃষ্ণকৃপা-সমীরণ

তোর ভবের জ্বালা ঘুচে যাবে,
তোর শমনের ভয় দূরে যাবে,
বড়ই মধুর নাম, সুধার ভাণ্ডার;
ওতার অক্ষরে, অক্ষরে, সুধা ঝরে অনিবার;
সুধা পান কর রে, ( হরিনাম-সুধা পান কর রে )
( তোর বিষয় ক্ষুধা মিটে যাবে, প্রেম শান্তিজলে স্নান ক'রে )

---

একতালা ১১০

বল হরিবোল, বল হরিবোল,
হরিনামে আজ, মাতাও সবে।
চল নগরে, নগরে, প্রতি দ্বারে দ্বারে,
পায়ে ধ'রে নাম বিলাতে হবে।
(ওনাম শুনায়ে প্রাণ শীতল কর—প্রাণ জ্বলে যে আছে )

খয়রা।

হরিনাম সম্বল, কর মন আমার প্রেম-সাধনে।
বিনা নামের তরি, ভববারি, পার হ'বি তুই কেমনে।
( আর উপায় নাইরে—নাম বিনা আর উপায় নাইরে )
ঐ, শান্তির ঘাটে, দুন্দুভি বাজে,
নাম-তরণি ভাসিছে,
ও কে আছিস তোরা, শান্তিহারা, আয় রে শান্তি ভবনে।
( বাসনা ত্যজে—ও তোর বিষয়-বাসনা ত্যজে )

মেলতা।

ও কে শুনালে মধুর নাম, জুড়াল মন প্রাণ,
আজ হৃদয়-বন বৃন্দাবন হইল।

---

## তেওট ১১১

ভবের নাবিক হে! কোথায় হে! দীন হীন ব'লে
আমায়, আছ কি ভুলে।
ভবসাগরের তুফান ভারি, হরি, নাই তরি, নাই কাণ্ডারি।
আমি ডুবে মরি—
ভয়ে কাঁপে প্রাণ, ত্রাহি ত্রাহি অকূলে।
আমি শুনেছি হরিনামে, জলে ভাসায় পাষাণে,
ঘোর তুফানে—
আমার পাষাণ প্রাণ, ভাসাও হরি, সিন্ধুজলে।

লোফা।

কতই না বিষয়-ভাবে ভোর।
ভুলে তোমায় যে আছিহে—
মত্ত হ'য়ে বিষয়-মদে, বিপদ পড়ে পদে পদে হে;
কণ্ঠে বেঁধে, করমেরি ডোর—গলে ফাঁসি যে প'রেছি,
পাপ-কুম্ভে ভ'রি বারি, গলে বেঁধে ডুবে মরিহে—
সহেনা আর এ যাতনা ঘোর ( চেয়ে দেখ হে, দেখ হে। )

দোলন।

হরিবোল, হরিবোল ব'লে, দেহ তরঙ্গে ভাসাই হে।
সাগরে সঙ্গের সাথী, আর কেহ নাই হে—
আমি ভাসিলাম অকূলে, দিয়ে তোমারি দোহাই হে।
কাল-জলে অনল জলে, জ্ব'লে পুড়ে যাই হে—
তম-আঁধারে, চৌদিকে ঘিরে, দেখিতে না পাইহে।
ছয় রিপু ফুকারিয়ে, ফিরিছে সদাই হে—
আমি এই যে ডুবি, এই যে ভাসি, ত্রাসে ম'রে যাইহে।

যায় যদি যাক প্রাণ, ক্ষতি তাহে নাই হে—
হরি, যা কর বিধান, আমার সুমঙ্গল তাই হে।

খয়রা

ওহে বেদে পুরাণে, সাধুবচনে,
শুনেছি অভয়বাণি,
হরেকৃষ্ণনাম লয়ে, যাবে পার হ'য়ে
দীন দুখী যত প্রাণী। (মুখে হরিবোল হরিবোল ব'লে)
হরি! পাপী আমি বড়, পাপ হতে বড
মহিমা তোমার নয় কি;
যদি করুনা অপার, তবে আর আমার
ভবপারে যেতে ভয় কি! ( শুধু হরিনাম সম্বল ক'রে )
তুমি জীবের পাপ হরি, নাম ধর, হরি,
পাপহারী দুখহারী;
নামে, থাকে যদি গুন, আমি যে নিগুর্ণ,
তা ব'লেকি ভয় ক'রি। ( তুমি নিজগুণে তরাইবে )

---

## দোলন—আড়া ১১২

দেখবো কেমন দয়া তোমার, দীনবন্ধু হে!
হরি, কৃপাসিন্ধু. তোমায় বলে সবে; (তুমি দীনে কৃপা কর ব'লে হে)
এবার আমায় দিয়ে জানা যাবে। ( আমি মহাপাপী )
আমায় কর যদি, যদি প্রবঞ্চনা; ( আমি সাধনবিহীন ব'লে হে )
তবে কলঙ্ক হবে ঘোষণা ( দয়াময় নামে )

---

## আদ্ধা ১১৩

পাব কতদিনে শ্রীচণে স্থান।
ব'সি চরণতলে, কবে নয়নজলে,
ঢেলে দিয়ে জুড়াইব প্রাণ।
যাবে বিষয়-আশা, মোহের পিপাসা,
প্রেম পীযূষ ক'রি পান;
কবে বদন ভরি, বলি হরি, হরি,
নাম গানে মাতিবে পরাণ।
চরণ হৃদে রাখি, নিরখি, নিরখি,
ঘুচিবে হৃদয়-বেদন;
ধন, পরিজনে, সঁপিয়ে চরণে,
ভবভয় হইবে মোচন।

---

## দোলন মানপ্রসঙ্গে সুর ১১৪

দিন ত গেল, দীনের উপায় কর হরি।
ওহে, দীনের উপায় ঐ রাঙ্গা পায়, পারের উপায় চরণ তরি।
যদি ব'ল দাঁড়ী মাঝী তরিতে না পাবে;
শ্রীপদের ধ্বজা তুলে তরি আপ্‌নি চ'লে যাবে—হরি পার কর।
যদি বল তরণিতে, নাইক হালি পালি,
আমার গুরুরবচন সর্ব্বস্বধন সাধন বনমালী—
হরি, পার কর।

যদি বল প্রতিকুলে, বহিবে পবন ;
ওহে অনুকুলে আছে তোমার কৃপা-সমীরণ—
( হরি পার কর )

যদি বল, সিন্ধুজলে আছে কত ভয়,
তোমার শ্রীচরণে বজ্র আছে করিতে অভয়।
( হরি পার কর )

যদি বল, রত্নাকরে রত্নে লোভ হবে ;
তোমার চরণ-অঙ্কুশে কেশে ধরিয়া রাখিবে।
( হরি পার কর )

যদি বল, দূরপথে যেতে ক্ষুধা হবে ;
আছে নামের সুধা, খেলে ভবের ক্ষুধা দূরে যাবে।
( হরি পার কর )

যদি বল পিয়াসে জল লবনের বারি ;
বহে ঐ চরণে সুরধনী পিপাসা-নিবারী।
( হরি পার কর (

যদি বল পারের কড়ি নইলে যেতে মানা,
তোমার চরণ পরশে আমার অঙ্গ হবে সোনা।
( হরি পার কর )

মেলতা

ভবসংসাররে আপন যারা, ফিরে আর চায়না তারা—
অসহায় ব'লে
দেখে নিরুপায় ঠেলোনা পায় কাঙ্গালে।

## নগর সংকীর্ত্তন—প্রথম স্তবক।

---

তেওট—১১৫

ত্রিভুবনের নাথ! বল নাথ! অনাথ অতুর জনের, উপায়
কি হবে।
আমি সারাদিন পথশ্রমে, বিষয়বিপথে ভ্র'মে, আর যে
পারিনে হে!—
ভেবে মরি তাই, কে আমায় আশ্রয় দিবে।
আমার স্থখ-সংসারের রবি, দুখ-সাগরে ডুবি,
করে অন্ধকার—
এল নিশাকাল তমোজাল কে নিবারিবে?

---

লোফা

ওহে এতই কি নিদয়, দয়াময়!
দয়াল, তোমায় যে, বলে হে—
প'ড়ে বিষয়-মরীচিকায়, কাতরে যে ডাকে তোমায়,
তারে কি নিদয় হ'তে হয়!
( দয়ার ) এমন ধারা ত নয়-হে—
ভ্রমে পদ পিছাইলে, পড়ে পাপী ভূমিতলে হে,
অপরাধীর তুমি হে আশ্রয়—
তোমা ছাড়া, সেত নয় হে—

ডবল একতালা

ঘুরিতে ঘুরিতে দিন হ'ল অবসান হে!
সংসার অরণ্য-মাঝে, না দেখি উপায় হে—
আমি কারে বা শরণ ল'ব, কে আছে আমার হে।
বনচারী অরি যত, হ'ল আগুয়ান হে—
আমি দুর্ব্বল সম্বলহীন, কিসে পাব ত্রাণ হে!
ঘনঘটা ঘনাইয়ে করে বরিষণ হে—
শেল-সম অঙ্গে বাজে, রঙ্গে প্রভঞ্জন হে।
কুলীশ ভীষণ রবে, কাঁপাইছে প্রাণ হে—
হরি! ত্রাহি ত্রাহি! পাহি পাহি! দেহি পরিত্রাণ হে।

খয়রা

হরি, দীনশরণ, পাপহরণ, কোথায় হে জগতের স্বামি!
ওহে, দুর্গমে এবার, কর কর পার, দুর্গতিহারী তুমি।
(জীবের কে আছে আর তোমা বিনে)
ওহে, ভয়ে মরি মরি, ধর ধর হরি, যন্ত্রণা আর সয়না;
ঐ আসিছে কৃতান্ত, নিদয় নিতান্ত, দেহে প্রাণত
আর রয়না।
(কাল গ্রাসিতে আসিছে ধেয়ে)
ওহে, এস কালবারি, কালভয়হারি! কালের কাল কালো সখা;
আমার জীবনান্তকালে, গতিহীন ব'লে, দীন হীনে
দাও হে দেখা।
(ওহে নিরুপায়ের উপায় হরি)

## দ্বিতীয় স্তবক।

খয়রা

বুঝি ঐ না আমার হৃদয়-সখা, প্রাণ-কান্ত হে।
হরি শুনে দীনের—দীনের আর্ত্তবাণি ;
( ওহে এত দয়া কে বা জানে হে )!
পাপী তরাতে এলেন অমনি—প্রাণ-কান্ত হে।
( মহাপাপী ব'লে, মা-ভৈ ! রবে )
পাপীর নয়নবারি, ও যার বাজে প্রাণে ;
( শত অপরাধ ভুলে হে ) !
সে কি পাপীর অপরাধ গণে—( দয়ার অবতার )

খয়রা।

এস, এস, আমার হৃদয়বল্লভ।
এস, এস, এস, রাজা হয়ে ব'স,
মলিন হৃদয়-আসনে ;
নাথহীনের দেশে, রাজা হ'য়ে ব'সে,
পাপী জনে রাখহে শাসনে।
শিকল দিয়ে করে, বেঁধে রাখ ধ'রে,
চলি ফিরি তব অভিলাসে ;
তোমারি কাছে রব, তোমারি মেগে খাব,
সুখী হব তব সহবাসে।
দ্বারে দাঁড়ায়ে রব, ডাকিলে ছুটে যাব,
চরণে প'ড়িব লুটায়ে ;
প্রেম-অশ্রু ঢালি, ওপদ পাখালি,
হৃদয়ে, ধরিব তুলিয়ে !

রহিব জানু পাতি, হইলে অনুমতি,
ইচ্ছা তব করিব পালন ;
করম-ফল লয়ে, তোমারে সঁপিয়ে,
আসি পুনঃ ধরিব চরণ।

দোলন—১১৬

কৃষ্ণনামে, কালের ভয় আর থাকেনা রে ;
ওরে কালের ভয় আর থাকেনারে, পাপের ভয়—
আর থাকেনা রে।
কাল বলে, আমি রাজা, দেব দণ্ডধারী ;
পাপী বলে, কৃষ্ণনামে রাজা হয় ভিখারী—
রাজার কিসের জারি।
কাল বলে, পাপীর দণ্ড, আমার অধিকার ;
পাপী বলে, স্বয়ং কৃষ্ণ, লয়েছেন বিচার—
আছে নামে প্রচার।
কাল বলে নরকের ভয়, হ'ল কার জন্যে ;
পাপী বলে নরক শূন্য কৃষ্ণনামের গুণে—
নরক আর কে মানে।
কাল বলে, কর্ম্মপাশে, বাঁধা পাপীগণ ;
পাপী বলে কৃষ্ণনামে, করে তায় মোচন—
ঘুচায় ভবের বন্ধন।
কাল বলে মোহের জালে, পাপীরে জড়াই ;
পাপী বলে ' কৃষ্ণ ' ব'লে, জাল কেটে এড়াই—
কি আর জালের বড়াই।
কাল বলে, বিষয়-বিষে, ক'রেছ্ত পান,

পাপী বলে, হ'য়েছে বিষ, অমৃতের সমান—
আছে নামে প্রমাণ।
কাল বলে, কৃষ্ণকৃপা, পায় ত সাধুজন,
পাপী বলে, করুণা ত পাতকীর কারণ—
নইলে কি প্রয়োজন?
কাল বলে, স্বর্গসুখে, বঞ্চিত পাতকী—
পাপী বলে, কৃষ্ণসুখে, সদানন্দে থাকি—
সুখের আর কি বাকি।
শুনিয়ে বচন পাপীর, চিন্তা করে কাল,
পাপী বলে, কৃষ্ণ বল, ঘুচিবে জঞ্জাল—
হরি পরম দয়াল।
কাল বলে কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! পাপী কৃষ্ণ বলে;
কৃষ্ণানন্দে ভাসে দোঁহে নয়নেরি জলে—
নাচে বাহুতুলে।

---

মেলতা—১২৭

হরি, যারি ভার তারি সয়, অন্যের ভার কে আর বয়
ও দীনদয়াময়!
ভবপারের ভার, তুমি বিনা আর কে লবে।

---

## নগর---সংকীর্ত্তণ ১১৮

---

( তেওট—মনহরসাঁই )

কারে ডাক্‌ব আর এ ঘোর দুর্দ্দিনে।
বলহে, হরি, তোমা বিনে।
দয়া-ময়, এস—একবার দয়া করি—
দেখে অসময়, উদয় হও হে অন্তরে—
ওহে ভয়ের ভয়, অভয় দাও হে এ দীনে।
এস—হে, গোকুলবিহারী হরি!—আজ অকূলে
কূল দাও কাণ্ডারি!—ভয়ে আকুল প্রাণ
ডাকি তোমায় সঘনে।

খয়রা!

এই বিশ্ব চরাচর, স্থাবর জঙ্গম, ( হরি ) ভাসিছে
তোমার রূপ-সাগরে ( ও হে কারণবারি )!
হরি, তোমা-ছাড়া, আর কি বা আছে—
আমি দাঁড়াব আর কার কাছে। ( হরি বৈমুখ হ'য়ে )
ওহে ভূমিতে দাঁড়ায়ে, পদ পিছাইলে, পড়িতে হইবে ভূতলে;
ওহে, তোমা-হতে চ্যুত, তোমারি আশ্রিত, শরণ, চরণযুগলে।
তবে——শমন-ভয়ে ভয়, কিসের বল, ( শমন চরণের দাস )
ভবে, সুখ দুখ, কি করিতে পারে—
জীবের জীবন মরণ রূপান্তরে। (তাতে ভেদ নাই)।

দশকুশী।

হের হের প্রাণ-মাঝে, মোহন মধুর সাজে,
কে বিরাজে, নীরদবরণ; (আহা মরি)
শীতল উজ্জল ভাতি, দিনেতে মিশায়ে রাতি,
রবি শশি—আঁধারে মিলন—(অপরূপ)

আড়াঠেকা—১১৯

বরষে শান্তির বারি, জীবের সন্তাপহারী
সুশীতল হৃদিচতুর্দ্দল-দলে—(হরি দাঁড়ায়ে
হৃদয় কমলে)
শিরে সহস্রার ঝরে, চপলা তাহে বিহরে—
অভিসারে চলিল সে কাদম্বিনী—(চলে ভেটিতে
হৃদয়-নাথে)

মেলতা।

রাধা শ্যাম! কভু নও কি রাধা বিনে—
যুগল রূপে তাই দেখা দাও, হে, কাতর প্রাণে।

---

(জন্মাষ্টমী) নগরসংকীর্ত্তন।

তেওট—১২০

তোরা আয় রে ভাই, করি আনন্দে, নামসংকীর্ত্তন।
দূরে যাবে পাপ, শোক ভয় তাপ, এল শুভ দিন—
গেল দুখের দুর্দ্দিন; আজ, দিন দেখে অবতীর্ণ
দীনশরণ।

ঢিমে তেতালা।

ঘুমে কংশরাজ অভিভূত—প্রহরী নিদ্রাগত—
গভীর নিশিথে—
তাহে বৈষ্ণবী মায়াজালে, আচ্ছন্ন সৈন্যদলে,
হেন কালে ভূমিষ্ঠ হ'লেন নারায়ণ।

যৎ।

হ'ল অচল বিচলিত, সাগর কম্পিত,
প্রবাহিত সুখাবহ বায় (গভীর
নিশাযোগেরে)
তাহে উদিত অভিজিত, ধূলি বিদূরিত,
প্রশান্ত দিক সমুদায়—(হায় গো)

দশকুশী।

(তখন) শ্রীমুখ হেরে দেবকী, মুছিল যুগল আঁখি,
পাসরিল কংশের পীড়ন; (মুখ নেহারিয়ে গো)
(তখন) সহসা বৎসলভাবে—মহাভাবের আবির্ভাবে
দূরে গেল সংসারস্বপন—(মুখ নেহারিয়ে গো)

---

যৎ—১২১

তখন দেব বসুপতি, আসি ত্বরাগতি,
হেরিলেন বিরাট সে রূপ;
কিবা দিব্যলক্ষণযুত, শ্রীবৎসলাঞ্ছিত,
অধোক্ষজ পুত্র অপরূপ।

কিবা নিন্দিতনবঘন, রূপ অনুপম,
মুনিজন মনোহর ঠাম ;
ও সে অরূপে রূপের রাশি, বিশ্বরূপে প্রকাশি,
ভক্তজনে পুরে মনস্কাম। ( রূপের সীমা নাই রে )।
কিবা দিব্য ললাটভালে, রবি শশি গ্রহ জ্বলে
ত্রিভুবন বদনে বিস্তার ;
তাহে ভূচর, খেচর, বিশ্ব চরাচর,
স্থাবর জঙ্গম আর—(কিছু বাকি নাইরে )
কিবা ভৃগুপদচিহ্নিত, পীন বক্ষস্থল
করে শোভে শঙ্খ সুদর্শন ;
ও তা সুরারিসূদন, মুরারিসাধন,
'মা-ভৈ' ! রব বাদন। ( মোদের ভয় নাইরে )
কিবা চরণকমলতলে, ব্রহ্মাদি দেবগণ
স্তুতি করে সভয় বচনে ;
তাহে যক্ষ, রক্ষ, নর, গন্ধর্ব্ব কিন্নর,
প্রণতি করয়ে চরণে।

খয়রা।

দুরিতনিবারি—ভয়হারি—অম্বুবারি হে !
ওহে খেলন্তু হরি লীলাময় ! পীতাম্বরধারি হে !
( ভক্ত-সঙ্গে সদা————ও সে প্রেমিক জনে সঙ্গে লয়ে )
( প্রেমভক্তির রসসাগর সেই, মুক্তির মণি পূরিত—
তাহে প্রেমিক মম সাঁতারি সাঁতারি, উঠিছে, ডুবিছে নিয়ত।
আপনারে ভুলে—ও তার সবই কৃষ্ণে সঁপে দিয়ে )

## একতালা—১২২

বলে সংহর রূপ ওহে বিশ্বরূপ !
কোথা যাই তোমা ল'য়ে ;
তখন শিশুবেশ ধরি, বলিলেন হরি,
লয়ে যাও নন্দালয়ে। ( অতি সঙ্গোপনে )
তবে শিশু লয়ে কোলে, প্রেম-অশ্রুজলে,
ভাসে অবিরল ধারে ;
( বলে ) মহেশ্বর আদি দেবতা সকলে
ধ্যানেতে না পান যাঁরে—
সেই যোগাতীত হরি, বাহুযুগে ধরি,
লয়েছি হৃদি-উপরে—( কত পুণ্যফলে )
তবে, ধন্য হ'ল দেহ, ধন্য কারাগৃহ,
ধন্য কংশ নৃপমণি ;
আমি, জনমে, জনমে, থেকে কারাগারে,
পাই যেন চিন্তামণি। ( শিবের আরাধ্য ধন )

—০—

## দোলন—১২৩

ঐ স্বর্গেতে দুন্দুভি বাজে, আজ, আনন্দেতে নাচে দেবগণ ;
ঐ ব্রহ্মা নাচে, চতুর্ম্মুখে করি বেদগান—
( হরিবোল ব'লে রে )
ঐ পঞ্চমুখে পঞ্চানন, গায় অবিরাম—
( প্রেমে মাতোয়ারা হ'য়ে )
ঐ ঊর্দ্ধকরে, ঊর্দ্ধশিরে নাচে আর গায়—

তার কটিতে বাঘাম্বর, এলাইয়ে যায়—
( ও সে দেখেনা দেখেনা )
ও তার শিরে জটা, লুটাইয়ে পড়ে পদতলে—
ঐ নেচে নেচে গায় খ্যাপা, ভাসে অশ্রুজলে।
( হরিবোল ব'ল রে )
ত্রিদিবে দেবতা নাচে, নাচে মহিতল -
গিরি, নদী, তরু, লতা, ল'য়ে জল স্থল—
( হরিবোল ব'লে রে )
মেলতা।
বুঝি ঐ——স্বর্গ ধাম, ভূতলে এল—
পাপ দূরে গেল—
কর, প্রাণ ভ'রে প্রাণারাম হরিনাম সংকীর্ত্তন।

## রথযাত্রা—নগরসংকীর্ত্তন ১২৪

এ দেহরথে, শ্রীজগন্নাথে, বসাইয়ে ভাই—
হবে রথী কি সারথি, তাই এস সুধাই।
রথে, হ'লে শ্রীহরি রথী, জীবের ত নাই শকতি—হ'তে সারথি;
হরি সারথি হ'লে' পরে, রথী কে অস্ত্র ধরে,
ভবসংগ্রামে এমন বীর ত দেখি নাই।
খয়রা।
ভবে কুরুক্ষেত্ররণ, বেঁধেছে এবার——ভাই রে!
ও ভাই কুমতি সুমতি সনে।
এই ঘোর রণে—রণে কৃষ্ণ বিনে,
বল উপায় কি আর আছে দীনের। ( সাধনবিহীনের )

ঘসা দশকুশী।

মোদের, সুমতি নহে পাণ্ডব—সমরে নাহি গাণ্ডিব হে;

জ্ঞানযোগ, নাহি কর্ম্মযোগ—তারা সহায় নাই হে।

মোদের কুমতি কুরুর পতি, বিসম বিষসংহাত হে;

পরতাপে, কাঁপিছে ভুবন—ভয়ে মরে যাই হে!

---

ঢিমে তেতালা—১২৫

চল চল ত্বরা ক'রি—রথে ঐ দাঁড়ায়ে হরি—

ধ'রি গিয়ে যুগল চরণ; (আকুল হ'য়ে)

কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে বলি, 'রাখ রাখ বনমালি!

লয়েছি হে ও পদে শরণ। (দাস হ'য়ে)

আড়াঠেকা

এদেহ ক'রেছি দান—কর তাহে অধিষ্ঠান,

থাক হরি, এই জীর্ণ রথোপরে।

(তুমি রথী আর সারথি হয়ে)

জয় পরাজয়ভাগী—পাপপুণ্যে অনুরাগী।

থাকিবনা আর এজীবনের তরে—

(সে ভাব দিয়েছি ঐ মূলাধারে)

---

একতালা—১২৬

দেহ, জীর্ণরথ ছিল, সুন্দর হইল, পরশনে;

চলে তুরঙ্গ বিবেক জ্ঞানে।

বাজিল—হরিনামের ঢোল, হরিবোল—রবে গগন ভরিল—
বল, জয় জগন্নাথ! অনাথের নাথ!
ভয় নাই আর, এ ভবরণে।
চল রে—দেহরথ সাথে, লইয়ে—প্রেমের বিজয় নিশান—
ও ভাই, গিয়েছে দুর্দ্দিন, হেন শুভদিন—হবেনা রে—
রথে চল যাই আনন্দ-মনে।

---

মেলতা—১২৭

রথে রথী হ'য়ে শ্রীহরি—সারথি রাই-কিশোরী
অভাব ঘুচিল;
ঐ রথী সারথি হেরে, পুলকে প্রাণ ভরে—
মরি মরি হায়! যুগল রূপের লয়ে বালাই।

---

## রাসলীলা—নগরসংকীর্ত্তন।

তেওট—১২৮

শ্রীবৃন্দাবনে, রাসমণ্ডলে—লয়ে ব্রজনারী—
প্রেম চন্দ্রহাস, রতিপুষ্পবাস, তাহে উল্লাসে, ভুবন ভাসে—
আজ বিহরে রাসরসবিহারী।

খয়রা।

নবনটবর শ্যামসুন্দর, বামে রসময়ী রাই-কিশোরী।
ঐ নবীন মেঘে—মেঘে বিজলি,
যেন ক'রিতেছে কোলাকুলি—গায় গায় প'ড়ে।

শ্যাম-সুধামুখে, রাই চেয়ে থাকে,
যেন চকোরে চাঁদ ধ'রে রাখে—ছেড়েযেতে নারে।
পিয়া বঁধু মিলে, মধু মধু হাসে,
প্রেম-সুধারসে ভুবন ভাসে—ডুবে যায় গো।
পিয়া-অনুরাগে, রাই পড়ে ঢ'লে,
বঁধু অমনি ধরে বুকে তুলে—অতি যতন ক'রে।
পিয়া অচেতনে, দেখে প্রাণ-কানু,
অমনি বাজাইল মোহন বেণু—'রাধে রাধে' ব'লে।

দশকুশী

তখন, শুনিয়ে মুরলীধ্বনি—আকুলা ব্রজরমণী;
উন্মাদিনী, ফণিনী যেমন—ছুটে বাহিরিল গো!
গুরুজনে করে মানা, ননদী করে গঞ্জনা,
কে বা শুনে, নিষেধবচন—প্রাণ পরবশে গো।
গৃহের, ধরম করম খুয়ে, সরমের মাথা খেয়ে,
চলে সবে শ্যাম-দরশনে—আলু থালু বেশে গো!
টানিলে চাঁদের টানে, সিন্ধু কি মানা মানে,
প্রেমসিন্ধু, গোপিনী ধাইল তাই—শ্যামচাঁদের টানে গো।

—

ছেপকা।

স'ই, স'ই, কৈ! কৈ! পরাণ—বঁধুয়া কৈ?
কৈ সখি! কতদূরে শ্যাম;
চলিনু অনেক পথ, ফুরালনা তবু পথ,
কোথা গেলে পাব গুণধাম। (প্রাণ বুঝেনা গো!)

কেহ ধিরি ধিরি যায়, পিয়া-বঁধু-গুণ গায়,
দুনয়নে বহে প্রেম-বারি ;
কেহ ছুটে যায় ধেয়ে, শিথিলকবরী হ'য়ে,
বলে ঐ দাঁড়াইয়ে হরি। (তোরা দেখ্‌বি আয় গো!)
কেহ জপে কৃষ্ণনাম, হারাইয়ে বাহ্যজ্ঞান,
কলের পুতলি হেন চলে ;
আবেশে অবশ-দেহ, পথি-মাঝে পড়ে কেহ,
কৃষ্ণনাম শুনায় সকলে। (নামে চেতন পায় গো)
হেন ভাবে চলে সব, ভেটিলা তবে মাধব,
মরি মরি অতুল মিলন,
শতরূপে শত হরি, শত সখী সঙ্গে করি,
যুগলে যুগলে দরশন। (কিবা অপরূপ গো!)
নিশিথে নিকুঞ্জবনে—চাঁদে চকোরে খেলা করে গো!
ও সে এক নয়, অনেক চাঁদে খেলা করে গো!
চাঁদ কুঞ্জে কুঞ্জে উদয় হয়ে, খেলা করে গো!
রতিরসে প্রেমলীলা, দেব মানবে খেলা,
নাহি কামগন্ধ, পূর্ণানন্দ, উপাসনা ভাব মধুরে।
(ও গো এর চেয়ে কি সাধন আছে)।
নারী যে রহিল ঘরে, গুরুজনে রাখে ধ'রে,
ও সে বিরহে পরাণ বঁধু, বঁধু ব'লে প্রাণ ত্যাজিল গো।

একতালা।

বনে খেলিতে খেলিতে, দেখিতে দেখিতে,
চকিতে লুকাল হরি;
তখন হয়ে অনাথিনী, যতেক গোপীনী,
পড়ে হাহাকার ক'রি। (কোথা কৃষ্ণ! ব'লে।)
পেয়ে ব্রহ্মাণ্ডের নাথে, সাকারে সনাথে,
গরবিনী যত ধনী,
তাদের গরব ঘুচায়ে অকূলে ফেলিয়ে,
পলাইল চিন্তামণি।
(গরব ভেঙ্গে গেল—মানে পতন হ'ল)

---

দশকুশী।

শ্যাম হে! কোথা গেলে ফেলে আমায় বিজনে বিপিনে।
মোদের আছে কে আর ত্রিসংসারে, বল তোমা বিনে॥
(আর কিবা আছে হে—সংসারের মাঝে)
ঘরের বাহির হ'য়ে, বিকাইলাম প্রাণ,
পতি পুত্র ধনে তোমায়, ক'রেছি যে দান॥
(আর কি বা আছে—ধরম করম ছেড়ে)
গগনের চাঁদে পেড়ে, দিয়েছিলে করে।
বল হে, কি অপরাধে, কেড়ে নিলে তারে॥
(আমরা তোমা ব'ই জানিনে—কুল মান ত্যজে)

---

কাঁদে যত গোপিনী, শ্যাম সোহাগিনী বিরহিণী,
কভু ধূলায় প'ড়ে প্রাণ ছেড়ে শব দেহে শবরূপিণী।
( চৈতন্যহারা—যেন দশম দশায় পড়ে তারা )
কভু চেতন পেয়ে, চঞ্চল হ'য়ে শূন্যে শূন্যে চাহিয়ে।
বলে, কেন এমন ক'রে, দাঁড়াইয়ে দূরে, এস হরি! মম হৃদয়ে।
( তুমি হৃদয়ের ধন, তুমি জীবনের জীবন হরি )

---

মেলতা।

শুন স'ই! শ্যামের বাঁশরি আবার বাজিল, ভুবন ভ'রিল;
চল ছুটে যাই প্রাণের কানাই ঐ হরি।

## গোবিন্দদোল সংকীর্ত্তন। ১২৯

( আয় রে যাই বৃন্দাবনে ও পুরবাসি!—সুর )
ও ভাই! দে দোল, দে দোল, গোবিন্দে, আনন্দ-মনে।
একবার বৃন্দাবন-ভাবের আবেশ ক'রে দে প্রাণে।
সেই বসন্ত-নিশি, সেই পূর্ণিমা শশি;
সেই সেই মৃদু মন্দ পবন জিয়ায় দশ দিশি—
আবার সেই সে ফুলে সেই সে ভ্রমর, ফিরে মধু হরণে।
আবার, সেই সে ভাবে সেই সে কোকিল মত্ত কল-কুজনে।
ভাব, এই সে বৃন্দাবন, কেলি কদম্বকানন;
তরুশাখে দোলায়েছে রতন-আসন—
তাহে বৃন্দাবনচন্দ্র দোলে চাতকিনী রাই সনে।
দোঁহে দোলায়ে, আনন্দরাশি ছড়াইছে ভুবনে।

বৃন্দাবন-আহিরিণী, কৃষ্ণপ্রেম-ভিখারিণী ;
তারা. যুগল রূপে প্রাণ সঁপেছে অন্যে না জানি—
তারা হোলি খেলে, কুতূহলে মাধবী মাধব সনে।
ওরে, তেমনি ভাবে খেল্ দেখি ভাই ! চাইনা অন্য সাধনে।
হের নাগরী-নাগর রূপ রসের সাগর
জীবন্ত আনন্দঘন বিগ্রহ সুন্দর—
শ্যাম রসময় দেয় সে রস, রাই মাতে সুধা পানে।
দোলা ঐ যুগলে মোক্ষ ফলে চাইবিনা আর জীবনে !
বল বল হরিবোল, দে দোল, দোল-গোবিন্দে দোল
জয় ! জয় ! রাধাকৃষ্ণ। ব'লে তোল্ দেখি ভাই উতরোল
ডাক রাধে ! রাধে ! শ্রীগোবিন্দ ! রাধা রাধা-রমণে।
বল রাধেকৃষ্ণ ! রাধেকৃষ্ণ ! রাধেকৃষ্ণ ! বদনে।

---

## নগর সংকীর্ত্তন তেওট। ১৩০

রাধে গোবিন্দ ! শ্রীরাধাগোবিন্দ দোলে—
ভাসে আনন্দে গোপিনী গোপালে মিলে।
ব্রজে বল্লরী-বৃন্দ-মাঝে, কদম্ব তরু রাজে—
দোলায়ে রত্নাসন, সাজায় রাই রসরাজে, মনমোহন সাজে ;
দোলায়, দোল্ দোল্ দোল্, জয় রাধে গোবিন্দ ! ব'লে।
শ্রীগোবিন্দে যার প্রাণ বাসে, যুগল সে ভালবাসে,
সচ্চিদানন্দরূপ যুগল রূপে প্রকাশে—ও তার চিদাকাশে—
সদা ঐ রূপ তার অন্তরে বাহিরে দোলে।

---

পঞ্চম গোয়ারী।

নবীন কিশোর হরি, নবীনা কিশোরী প্যারী
মরি মরি, মধুর মিলন ( রাধা শ্যামের )
কি ভঙ্গে ত্রিভঙ্গ কালা, শ্রীঅঙ্গে সে অঙ্গ ঢালা
নীলমণি জড়িত কাঞ্চন ( কিবা শোভা )
মোহন চূড়া হেলে বামে, হেলায়ে চিকুর দামে
পরশে রাই, চূড়ারি পাখন (ভাবে ভাবে )
( পাখা স্বনামে অঙ্কিত ব'লে )
হাসি হাসি আঁখি ঠারে, কহে প্রেম পরস্পরে,
মজে হেরে রসিক সুজন ( প্রেমাবেশে )

দোলন।

বনফুলমালা, দুলে জড়ায়েছে মতিহারে।
পীতধড়ায় নীল সাড়ী, আঁচরে মিশায়ে—
দুলিত কুণ্ডল দোঁহার বাঁধায়ে বাঁধায়ে—
আবেশে যুগল অঙ্গ, হেলায়ে হেলায়ে—
রাধার চাঁচর কেশ, শ্যামাঙ্গে উড়ায়ে—
বাঁশরি বঙ্কনে ঠেকে, মধু ঝঙ্কারিয়ে—
পায় পায় ঠেকে নূপুর, বাজায়ে বাজায়ে—
আবিরে অরুণরাগে, গগন ভরিয়ে—
ঐ আনন্দে খেলিছে পবন, দোলায়ে দোঁহারে।

লোফা।

আমার হৃদি-চতুর্দ্দোলে, বসায়ে যুগলে,
কবে প্রাণ জুড়াইব ;

আমার, মানস-মলয় মধুর হিল্লোলে
কবে দোঁহে দোলাইব ( রাধাকৃষ্ণ ! ব'লে )
কবে, নয়নেরি জলে, সিনান করিয়ে,
এ দেহ পবিত্র হবে ;
কবে, ভাবের চন্দন সর্ব্বাঙ্গে লেপিয়ে,
অহংকার দূরে যাবে। ( প্রাণ বিকাইয়ে )
কবে প্রেমেরি অঞ্জন, আঁখিতে মাখিয়ে,
দেখিব গোবিন্দ-দোল ,
কবে, কৃতাঞ্জলি হ'য়ে এক পাশে দাঁড়ায়ে
মুখে ব'লব 'হরিবোল' ! (হ'য়ে আপন-হারা )
কবে, অনিম্যাদি রূপে অষ্ট সখি-সনে,
আবির কুঙ্কুম ল'য়ে ;
ফেলে দিব যুগলাঙ্গে, নাচ্‌বো রসরঙ্গে.
ঘন করতালি দিয়ে। ( সে দিন কবে হবে )

মেলতা—তেওট।

শ্রীনন্দের নয়নানন্দ, বৃন্দাবনের চন্দ্র,
শ্রীরাধার সনে দোলে, রাধিকার প্রাণ গোবিন্দ,
যুগল যোগানন্দ—
নাচ আনন্দে হরিবোল ! হরিবোল ! ব'লে।

---

## গোষ্ঠ-বিহার—নগরসংকীর্ত্তন।

### তেওট।

কানাই, ওঠ্‌রে ভাই ! হবে গোষ্ঠে যেতে তোর কি
মনে নাই !

তুই ঘুমায়ে মায়ের কোলে, আমা সবারে ভুলে—
অছিস কি ব'লে ;
ও ভাই, তোর মা ব'ই আমাদের আর মা কি নাই ?
আমরা, যাব যে গোচরণে,
ধেনু সব তো-বিহনে—যেতে চায়না রে
তাদের বল্ দেখি, কি মন্ত্রে ভুলালি ভাই।
ব্রজের রাখালে তোরে ফেলে,
গোষ্ঠের পথ যায়রে ভুলে—চরণ না চলে ;
ঘরে ঘুমায়ে গরবে কি র'ইলি ভাই।

তাল—একতালা।

অভিমানে ডাকে কভু, ব্রজের গোপাল—
বিনয় করিয়ে কভু, ডাকিছে রাখাল।
কানুর বিরহে কভু, করয়ে ক্রন্দন—
বলে, কোথা প্রাণের কানাই, দে রে দরশন।
( এত নিদয় কি হ'লিরে—অনুগত ব'লে )
তো বিহনে গহন বনে, কে রাখে গোধন—
কে রাখে রাখালে, ক'রে দানব দলন।
কালীয়, প্রলম্ব, কেশী, নাশিতে কে পারে—
ধেনুক অরিষ্ট ভয়ে, কে বল নিস্তারে।
( তুই যে রাখালের রাজা ভাই )
দেবতা দানবের মায়া কে বুঝিবে আর—
দেব হ'তে তুই যে বড় আমা সবাকার।
(তোরে পূজা যে ক'রি ভাই !—মনে মনে )

খেলাতে বিবাদ হ'লে, কে বল মিটায়—
রাখালে হইলে ব্যাধি, কে তারে বাঁচায়।
কারে ল'য়ে বন-মাঝে করি কুতূহলি—
সাধ ক'রে কার কাঁধে উঠে গোঠের খেলা খেলি।
( তুই যে প্রাণের ভাই কানাই রে ! )
বন ফল খেতে খেতে, সুমিষ্ট লাগিলে—
তিরপিত হব রে ভাই ! কার মুখে তুলে।
মণ্ডলে বেড়িয়া কারে, আনন্দে নাচিব—
মুরলী শুনিয়ে কার, প্রাণ জুড়াইব।
( বাঁশি প্রাণে যে বাজেরে—মোহন বাঁশি )

দশকুশী

সখার, করুণ বচনে হরি, আর না থাকিতে পারি,
উঠে ডাকে, মা, মা' বলিয়ে—( যেন কতই না শিশু গো ! )
তখন, ধেয়ে আসি নন্দরাণী, সাজাইল নীলমণি,
মন-সাধে, যতন ক'রিয়ে ! ( সাধ ফুরায় না সাজায়ে )
শিরেতে বাঁধিল চূড়া, কটিতে বাঁধিল ধড়া,
তাহে দিল ক্ষীর সর নবনী ( ক্ষুধা পাবে বলে গো )
অলকা তিলক ভালে, গলে দিল বনমালে,
করে দিল বাঁশরি পাঁচনি ( ধেনু চরাবে ব'লে গো )
চরণে নুপুর দিয়ে, নীলমণি সাজাইয়ে,
শ্রীমুখে চুম্বয়ে ঘন ঘন। ( কত আদর ক'রে গো )
শিরে বুলাইয়ে করে, অশীশ করয়ে তারে,
ভক্তি-ভাবে ডাকে দেবগণ। ( সুতে রাখিতে বিপদে )

দোলন

এল ঐ প্রাণের ভাই কানাই, চল গোচারণে।
চল, নেচে নেচে, বাহু তুলে, আনন্দে বৃন্দাবন-বনে।
আর, কারে ভয় আছে মোদের থাক্‌লে কানাই সঙ্গে—
শুনে বংশীরবে, দেব দানবে, পলায় সবে, সভয় মনে।
গোঠে মাঠে ফিরে ফিরে, খেল্‌'ব কত রঙ্গে—
ক্ষুধা তৃষ্ণা পেলে, ডাক্‌লে, কানাই এনে দিবে অন্ন পানে।

---

বাজিল মুরলী ঘন, ধাইল ধবলীগণ,
মোহিল মধু-বৃন্দাবন-হায় গো;
রাখাল বালক চলে, বাছুরি ক'রিয়ে কোলে,
সঙ্গে চলে নন্দের নন্দন! (কিবা শোভা মরি গো)
শুনিয়ে বেণুর রব, শাখী করে কলরব,
ময়ূর ময়ূরী নাচে সুখে হায় গো;
তরু লতা প্রেম-ভরে, ঝর ঝর অশ্রু ঝরে,
আঁখি ভ'রে গোষ্ঠ-খেলা দেখে! (তারা অবাক হয়ে গো)
মলয় পবনে মিশে, যমুনাতরঙ্গে ভাসে,
বাঁশিরব কুসুমে বিকাশে—হায় গো;
পরিমল মাখি অঙ্গে, কাঁদায় ভকতভৃঙ্গে,
রঙ্গে রঙ্গে কতই না হাসে।
(প্রেমের লীলা কেবা জানে গো)
আকাশ, গহন, বন, ছুটিল বেণুর স্বন,
জলে স্থলে ঘুসিল বাঁশরী—হায়গো,

নগরে প্রান্তরে ধায়, দশ দিকে ছুটে যায়,
ভুবনবিজয়ী যেন ভেরি, (ভুবন ভুলাইল রে)

---

## দোলন।

গোষ্ঠের মাঝে ব্রজের গোপাল নাচে।
ওরে, নাচে শ্রীদাম, দাম, বসুদাম করেতে পাঁচনি,
(হরিবোল ব'লে রে)
ওরে, তার মাঝে নাচে আমার শ্যাম গুণমণি—
(চেয়ে দেখ্ দেখ্ রে)
নাচে আমার দাদা বলাই শিঙ্গা লয়ে করে;
(হরিবোল ব'লে রে)
ওরে, সঙ্গে নাচে প্রাণের কানাই প্রফুল্ল অন্তরে—
(চেয়ে দ্যাখ্ দ্যাখ্ রে)
সুবল নাচে, প্রাণ-কানায়ের মুখের পানে চেয়ে;
হরিবোল ব'লে রে
ওরে, সঙ্গে নাচে কানাই আমার, প্রফুল্ল অন্তরে—
(চেয়ে দ্যাখ্ দ্যাখ্ রে)
ওরে স্বর্গে নাচে স্বর্গভূমি, মর্ত্তে মহিতল;
(হরিবোল ব'লে রে)
ওরে, সুরধনী-সঙ্গে নাচে যমুনারি জল—
(হরিবোল ব'লেরে)

মহাগোষ্ঠে নাচে যত, মহাভূতেশ্বর ;
( হরিবোল ব'লেরে )
ওরে, তার মাঝে নাচে হরি সবারি ঈশ্বর—
( হরিবোল ব'লে রে )

---

লোফা।

যারা কানু-প্রেমে আত্মহারা, ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলে তারা,
কানাই তাদের নয়ন-তারা-পরাণরমণ ;
তাদের, পিতা, মাতা, নাইকো মনে, চায়না ধন পরিজনে,
কানু মন্ত্র ধ্যানে সদা র'য়েছে মগন।

মেলতা।

হরি, বাল্যলীলারি ছলে, সখ্যপ্রেম বুঝাইলে-ভকতজনে ;
প্রেমিক ডাকে তাই, প্রাণের কানাই ব'লে সদাই।

---